শ্রীশ্রীপরমাত্মনে

নমঃ।

বোধবিলাস।

অভিনব কাব্যগ্রন্থ

শ্রীযুত উমানাথ চট্টোপাধ্যায়

কর্ত্তৃক

প্রণীত হইয়া



শ্রীরামপুর

বিদ্যাদায়িনী যন্ত্রে শ্রীকেশবচন্দ্র রায়

কর্ম্মকার কর্ত্তৃক মুদ্রাঙ্কিত

হইল।

এই পুস্তক হাবড়ার রেলওয়ে

আফিসের লোকমোটিভ ডিপার্টমেন্টে

শ্রীযুত কৃষ্ণসখা মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট

অনুসন্ধান করিলে প্রাপ্ত

হইবেন।

মূল্য ॥০ আনা।

শ্রীশ্রীপরমাত্মনে
নমঃ।

অধুনাতন এতদ্দেশে বঙ্গীয় সাধুভাষায় গদ্য পদ্যে অনেকানেক পুস্তক প্রকাশ হইতেছে, তদ্দর্শনে আমিও গ্রন্থ বিরচন লালসায় বোধবিলাস-নামক এই অভিনব কাব্যগ্রন্থ বিরচন করিলাম। কিন্তু গ্রন্থকারেরা পাঠকপুঞ্জের প্রশংসাকাঙ্ক্ষায় ভূমিকায় বৃথা আড়ম্বর করিয়া প্রকৃত গ্রন্থমধ্যে তাদৃক ফল দর্শাইতে না পারিলে সাধুসমাজে পুনঃ২ তিরস্কৃত হয়েন। সেই আশঙ্কায় আমি ভূমিকা বাহুল্য না করিয়া সর্ব্ব সাধারণ সমীপে গ্রন্থের দোষাদোষ বিচারের ভারার্পণ করিলাম। এক্ষণে প্রার্থনীয় যে বিদ্যোৎসাহি পরগুণগ্রাহি জনগণের গুণ গৌরবে মদীয় বালকত্ব স্বভাবের চাঞ্চল্য দোষরাশি অধিকতর প্রকাশ পাইলেও তাঁহারা নিজ গুণে সে দোষ মার্জ্জনা করিবেন ইতি।

১৭৮০। শ্রীউমানাথ চট্টোপাধ্যায়
হালিসহর কুমারহট্ট॥

উৎসর্গ পত্র।



আমার স্নেহভাজন

অন্তরঙ্গ

বান্ধবগণের করকমলে

আমার

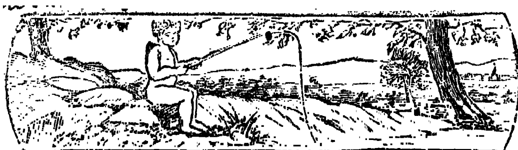
বন্ধুতার নিদর্শন স্বরূপ

এই

ক্ষুদ্র কবিতা-পুস্তক খানি

সমাদরে

উৎসর্গীকৃত হইল।



মেঘদূত।

[অনুবাদিত।]

পূর্ব্বমেঘ।

[যক্ষরাজ কুবের প্রতিদিন প্রত্যূষে সদ্য-প্রস্ফুটিত পদ্ম দ্বারা দেবদেব মহেশ্বরের পূজা করিতেন। এই পদ্ম-চয়নের ভার তিনি তাঁহার এক অনুচর যক্ষের উপর অর্পণ করিয়াছিলেন। নব-বিবাহিত অনুচর একদিন প্রত্যূষে জাগরিত হইবার অনিচ্ছাবশতঃ পূর্ব্ববর্ত্তী রাত্রিকালে পুষ্প-চয়ন কার্য্য সমাধা করিয়া রাখিয়াছিল। পূজা

বোধবিলাস

গ্রন্থারম্ভ।

প্রথমাঙ্ক।

একদা নিদাঘকালে তিগ্মাংশুর প্রখর কর নিকরে সমস্ত জগন্মণ্ডল উত্তপ্ত হইলে, কোন পথভ্রান্ত পথিক পর্য্যটন অনুসরণক্রমে এক নির্জন নিরবলম্ব ভয়ানক শুষ্ক মরুভূমিতে উপস্থিত হইবা মাত্র জীবন তৃষ্ণায় অতিমাত্র জীবন ব্যাকুল হইলেন। পরে অবস্থানের অনতিদূরে একটি মরীচিকা অবলোকন করিয়া তাহাকেই প্রকৃত জলাশয় বোধে পিপাসা নিবারণার্থে তত্রত্য গমনের উদ্যম করিতেছেন এমত সময়ে পথিকের মনোবৃত্তি নিবৃত্তি মন্দিরে প্রবেশ করায় প্রবৃত্তি ভগ্নাশ হওত মনস্তাপ পাইয়া প্রচুর প্রকোপ প্রদর্শনপূর্ব্বক ঘুর্ণিতলোচনে নিবৃত্তির প্রতি মুখপাত করিয়া যৎপরোনাস্তি পরুষভাবে তৎসহ ঘোরতর বাককলহ আরম্ভ করিল।

প্রবৃত্তির উক্তি।

পদ্য।

ওরে রে নিবৃত্তি তোর, এত অহঙ্কার।
বাঁচিতে বাসনা বুঝি, করনাকো আর॥
মণিলোভে ফণিশিরে, দেহ করপুট।
জাননা দশনে কাল, ধরে কালকূট॥
চিরকাল জানি, তুমি লক্ষ্মীছাড়া নারী।
কার বলে এত বল, কিসে এত জারি॥
দেশে২ সদা মম, গাও অপযশ।
ভেবেছ করিবে ধরা, আপনার বশ॥
ইষ্টলোভে মিষ্টভাষে তুষ্ট কর মন।
কি বলিব আমি গেলে, কর পলায়ন॥
জন্মাবধি নিরবধি, অন্বেষণ করি।
আমি যথা যাই তথা, যাও পরিহরি॥
এত দিনে মনোরথ, পূরিল আমার।
আজি পাইয়াছি দেখা, কোথা যাবি আর
অসাধ্য সাধনে মন, বাধ্য করি আনি।
রসনা রস না ধরে, বুঝাইতে বাণী॥
আশা অশ্ব লোভ চক্র, যুড়ি মনোরথে।
তবে জীব তাহে উঠি, যায় কর্ম্মপথে॥

কত রঙ্গে যাই আমি, সঙ্গে২ লয়ে।
এত কাণ্ড পণ্ড কর, ভণ্ড কথা কয়ে॥
যাহারে ভুলাতে আমি, যাই ছলে কলে।
তুমি বল বিপরীত, বচনের বলে॥
অন্য এই জীবে কেলি, মরীচিকা ভ্রমে।
অকূল আশার নীরে, ভাসাতাম ক্রমে॥
কত রঙ্গ দেখিতাম, আশাভঙ্গ-কালে।
কোথা ছিল কালামুখী, প্রমাদ ঘটালে॥
জ্বালা দিয়া যত তুমি, বাড়ায়েছ ক্রোধ।
বার২ এইবার, দিব তার সোধ॥
কোনমতে আজি তোর, না দেখি নিস্তার।
সাধিব শত্রুর কাজ, প্রতিজ্ঞা আমার॥



নিবৃত্তির উক্তি।

পদ্য॥

প্রবৃত্তিলো ক্ষান্ত হও, সবিনয়ে বাক্য কও
পরিহর পরুষ প্রকৃতি।
রসনা রসের স্থান, বিরসে ভুলিয়া তান,
কেন তার করহ বিকৃতি॥
বিহিত বচন ধর, কথা রাখ ক্ষমা কর,
বুঝে থাক ভেবে দেখ ত্বরা।

নিদ্রাবশে এত ধুম, যখন ভাঙ্গিবে ঘুম,
অনুতাপে তনু হবে জরা ॥
একেতো যৌবনকায়, মাধুরী মেখেছ তায়,
লাবণ্যে ঢেকেছ অবশেষ।
অঙ্গ ভঙ্গ রঙ্গ রাগ, ধরিয়াছ অঙ্গরাগ,
কটাক্ষে মোহিত কর দেশ ॥
কি কহিব হায়২, হৃদয় ফাটিয়া যায়,
গতি তোর পতি যিনি মন ;
সোনার সংসার তার, তুই দিলি ছারে খার,
দেখে শুনে কাঁপে ত্রিভুবন ॥
ধরিয়াছ নব রস, করিয়াছ ধব বশ,
তব যশঃ গাব আর কত।
স্বামিরে তিলেকন্তরে, থাকিতে না দেহ ঘরে,
দেশে২ ভ্রমে অবিরত ॥
তব আজ্ঞাধীনপ্রায়, যথা বল তথা যায়,
কত সবে প্রাচীনবয়েসে।
ভাব দেখে অনুদিন, ভেবে২ তনুক্ষীণ,
দেখা আর নাহি যায় শেষে ॥
নবীনার অনুরাগে, আমারে ত্যেজিল রাগে,
ধর্ম্মে ভর কত দিন সয়।
দুঃখে হয় মর্ম্ম ভেদ, পূরাই সকল খেদ,
ধরণী দ্বিভাগ যদি হয় ॥

সদা কুলবধূ বেশে, ভ্রম তুমি দেশেং
দেখে লজ্জা লজ্জায় ব্যাকুল।
অবশেষে ঘৃণা করি, চোলে গেল পরিহরি,
একেবারে কুলবতী কুল ॥
নিলাজ হইয়া নারী, দেখিয়া প্রমাদ ভারি,
ভাবে কোথা লুকাইব মুখ।
ঘোমটা আসিয়া পরে, তাই গেল ঘরেং
অবলার ঘুচাতে অসুখ ॥
হয় হেন অনুভব, কপটতা দেখে তব,
স্বচ্ছতা সলিলে দিল ঝাপ।
বারির বাড়িল যশঃ, গুণে বাধ্য দিক দশ,
তোমার কেমনে যাবে পাপ ॥
ভাগ্যে ছিল পরমায়ু, তাই আছে প্রাণ বায়ু,
তাও বুঝি হইয়াছে শেষ।
নিশ্বাস প্রশ্বাসে তার, বিশ্বাস না হয় আর
ভেবে দেখ বুঝিবে বিশেষ ॥
অতএব বাক্য ধর, প্রগল্‌ভতা পরিহর,
ত্বরা পর প্রবীণতা বাস ॥
ত্যজ সব মিছে ঠাট, ভেঙ্গ না সুখের হাট,
অভাগীর এই অভিলাষ।
প্রধানা মহিষী তাঁর, তোমাতে সকল ভার,
কর যাতে রাজত্ব না যায়।

যত তুমি হও পটু, আমারে বলহ কটু,
বিন্দুমাত্র দুঃখ নাহি তায় ॥

প্রবৃত্তির উক্তি।

পদ্য।

ছি ছি জেনে শুনে, জ্বলন্ত আগুণে,
স্বকর সঁপিলি কেন।
নাহি দেখি ডর, মর মর মর,
কে দিল কুমতি হেন ॥
ক্রোধেতে কাঁপিয়া, বদনে চাপিয়া,
রদনে চিরিব বুক।
ভাসাব সাঁতারে, ডুবাব পাঁতারে,
তবেতো যাইবে দুঃখ ॥
নিজ দোষ গণে, ঢাকিয়া বদনে,
বুঝাতে এসেছ পরে।
জ্বালিয়া অনল, দিই প্রতিফল,
মায়াতে নিষেধ করে ॥
কি বলিব ছাই, কোন গুণ নাই,
অলসে শরীর ভরা।
পঙ্গু রোগী মত, পড়িয়া সতত,
বৃথায় ব্যাপিছ ধরা ॥

বয়েসে প্রবীণা, বল বুদ্ধি হীনা,
বিরসে বিবশ কায়া।
বিষয় বর্জ্জিত, করম রহিত,
ভুলেছ ভবের মায়া॥
শ্বেত কেশপাশ, ঘন বহে শ্বাস,
সহজে চেতনহীন।
শরীর সরস, নিরখি নীরস,
মলিন মানস-মীন॥
তনু নিরুধির, শ্রবণে বধির,
অতীব অধীর তায়।
স্খলিত বসন, চলিত দশন,
চরম গলিত প্রায়॥
বিভবাদি ছিল, সকলি হরিল,
আমার কুমারদলে।
অরাতি হাসালে, ভুবন ভাসালে,
নয়ন-নিরধি-জলে॥
সুখ সাধ যত, জনমের মত,
সকলি হইল শেষ।
তবু ক্রোধভরে, বচনের শরে,
বিঁধিলে বিপুল দেশ॥
যথা যথা যাও, প্রতিফল পাও,
কেহ না আদরে তোষে।

কথা কহ হিত, হয় বিপরীত,
মজিলি মুখের দোষে ॥
মনো মহারাজ, তাঁরে দিলি লাজ,
ব্যথিত বচনবাণে।
মম বাক্য ধরি, তোরে পরিহরি,
জুড়ালো তাপিত প্রাণে ॥
নিরুপায়ে শেষে, ভ্রম দেশে দেশে,
কোথাও না মিলে স্থান।
না ভেবে চরম, খোয়ালি সরম,
হারালি পরমজ্ঞান ॥
অনুগত জনে, অদন বিহনে,
সদনে রোদন করে।
সদা হাহাকার, সবে শবাকার,
বিষম বিকারে মরে ॥
প্রিয় পরিজন, হইল নিধন,
সে শোকে শরীর জ্বরা।
তাই ভাবি মনে, তাপিনীর সনে,
বৃথায় বিবাদ করা ॥
কামাদি ছজন, আমার নন্দন,
প্রতাপে প্রবল হরি।
বহু পুণ্যফলে, পেয়েছি সকলে,
কতই সাধনা করি ॥

যশে ক্ষিতি ভরা, ধন্য হৈল ধরা,
ধরি সে রতন ছয়।
গর্ব্বে দিয়া ধাম, রত্নগর্ব্বা নাম,
আমার জগতময়॥
এক২ জন, বুদ্ধে বিচক্ষণ,
যুদ্ধেতে ধনুক ধরা।
সকলের গুণ, কভু যদি শুন,
ঈর্ষায় হইবি জ্বরা॥

নিবৃত্তির উক্তি।

পদ্য।

করেতে ধরিয়া, করিলো মিনতি,
বারেক শ্রবণ করলো।
পরিহরি দ্বেষ, হিত উপদেশ,
ধর ধর ধর ধরলো॥
সরল ভাবেতে, মুদিত নয়নে,
পতিতপাবনে স্মরলো।
কৃপা বিতরিয়া, ধৈরজ বসন,
পর পর পর পরলো
বিষয় বিষেতে, হলি জ্বর২,
তবু নাহি গেল আশালো।

জ্ঞানের সাগরে, স্বভাব তরণী,
ভাসা ভাসা ভাসা ভাসালো ॥
শেষের সে দিন, স্থির করি মন,
যেন সচেতন থেকোলো।
ত্যজি ধনমদ, সুপদে দুপদ,
রেখো রেখো রেখো রেখোলো ॥
জীবন যৌবন, সব অকারণ,
চিরদিন নাহি রবেলো।
শোক রোগ ভরা, তাপে তনুজ্বরা,
হবে২ হবে হবেলো ॥
ভাব দেখি সার, শেষে কোথারবে,
ধন জন আভরণলো।
বিভু কর ধ্যান, অনায়াসে পাবে,
চরমে পরম ধনলো ॥
আমারে নাশিবে, কলুষ আসিবে,
শাসিবে শমন বেশলো।
তোমারে গ্রাসিবে নিরয়ে ভাসিবে,
জগত হাসিবে শেষলো ॥
যৌবন গরবে, গর্ব্বিণী হইয়া,
অভিমানে ডুবেছিলেলো।
কটু কথা কয়ে, বিধিমতে নিজ,
প্রকৃতি প্রমাণ দিলেলো ॥

ধর্ম্ম যদি থাকে, তাপিনীর শাপে,
তার প্রতিফল পাবিলো।
প্রমোদের মদ, এ সুখ সম্পদ,
যাবে২ যাবে যাবেলো॥
তোমারি বচনে, প্রমাদে ডুবিল,
জগতের জীবগণলো।
অর্জ্জন আশয়ে, বিষম বিষয়ে,
ভ্রমিতেছে, অনুক্ষণলো॥
হয়ে মনোরমা, প্রিয় প্রিয়তমা,
ধরা দেখ যেন শরালো।
গেল রসাতল, করে টল টল,
হইয়া পাপের ভরালো॥
নিদয় হৃদয়ে, মানব সকলে,
সতত বিপদে ফেললো।
অখিল সংসার, সব ছারেখার,
গেল গেল গেল গেললো॥
আজি এই জনে, ডুবাইতে তুমি,
মরীচিকাময় ভ্রমেলো।
যতেক যাইত, আশা না পূরিত,
পিপাসা বাড়িত ক্রমেলো॥
রবির কিরণে, অটল কারণে,
হারাতো জীবন ধনলো।

দেখিয়া যাতনা কি লাভ হইত,
কি সুখে ভাসিত মনলো॥
এইরূপে সদা, যত জীবগণে,
ডুবালে বিপদ হ্রদেলো।
যত পায় পদ, তত হয় মদ,
আশা বাড়ে পদে পদেলো॥
নাহি পোরে কোষ, নাহি পায় তোষ,
পাপপথে ধায় মনলো।
কালে ধরে কেশ, নাহি পায় শেষ,
চরমে পরম ধনলো॥
এসব দেখিয়ে, পাষাণ হৃদয়ে,
তবু নাহি হয় দুঃখলো।
হিত যদি বলি, ক্রোধানলে জ্বলি,
বিকট করহ মুখলো॥
তোমার তনুজ, সকলি দনুজ,
শমন-অনুজ প্রায়লো।
না দেখি তুলনা, সে কথা তুলনা,
শুনিলে শুখাব কায়লো॥

প্রবৃত্তির উক্তি।

পদ্য।

ষাট ষাট সুখে থাক, বাছার বালাই যাক,
তুচ্ছ মুখে উচ্চ কথা কেন।
শুনিলে সে পরিচয়, স্তব্ধ হয় অরিচয়,
শঙ্কায় কহিছ তাই হেন॥
জ্যেষ্ঠ পুত্র গুণধাম, কাম সে যাহার নাম,
কাব্যরসে পরম পণ্ডিত।
অঙ্গ ভরা রঙ্গ রস, জগত তাহার বশ,
ত্রিভুবন সুযশে পূর্ণিত॥
হেরিয়া রূপের রিধি, কলাক্ষীণ কলানিধি,
ধরাতলে নাহি করে বাস।
কলঙ্কিত কলেবর, ঈর্ষানলে জ্বর জ্বর,
ভয়ে সদা ভ্রময়ে আকাশ॥
পীযূষ পূর্ণিত কায়া, রতি তাহে প্রিয় জায়া,
মায়া যার ছায়া সম আলি।
রসিকতা অহরহ, রস ভরে থাকে সহ,
শিরে ধরি প্রেম-পুষ্প ডালি॥
কমনীয় ফুলাসন, ফুল ময় উপবন,
আর যত সুরভি আধার।

রমণীয় তরুতল, কোমল কমল দল,
নিবাসের স্থল তার হয়॥
তনুপোরা অনুরাগ, যোগীর ভাঙ্গায় যাগ,
কুলবধূ ত্যজে কুলমান।
রসায় ঋষির মন, তপহীন তপোধন,
যদি ধরে বিলাসের বাণ॥
দ্বিতীয় মাতঙ্গবর, স্মরণে আতঙ্ককর,
বিক্রমেতে বীর চূড়ামণি।
প্রবল প্রতাপ কায়, প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড প্রায়,
ক্রোধ নামে বিখ্যাত ধরণী॥
অরাতি নাশের হেতু, বেঁধেছে রসনা সেতু,
বিষময় বদন সাগরে।
দেখে শুনে বিষধর, কৃষ করি কলেবর,
ভয়ে সদা লুকায় বিবরে॥
তেজের তুলনা পাত্র, এ জগতে ছিল মাত্র,
জলনিধি আর হুতাশন।
দুঃখ দেখে হই সারা, অন্যেরে নাশিতে তারা,
আপনারা হারায় জীবন॥
তার রূপ গুণ যত, একাননে কব কত,
যুদ্ধে বীর বুদ্ধে বৃহস্পতি।
পলকে প্রলয়ে মন, বিনা অস্ত্রে করে রণ,
হুঙ্কারে কাঁপায় বসুমতী॥

নম্রতায় নিরুপম, গমনে মন্থরগম,
তৃতীয় দ্বিতীয় যুধিষ্ঠির।
লোভনামে খ্যাত ক্ষিতি, জ্ঞাত সর্ব্ব রীতিনীতি,
শান্ত দান্ত নিতান্ত সুধীর ॥
স্বভাব সশঙ্ক অতি, অবিরত ম্রিয়মতি,
একা কোথা না করে গমন।
ভাবিয়া২ শেষ, সঙ্গে হিংসা আর দ্বেষ,
থাকিতে দিয়াছি অনুক্ষণ ॥
শূন্য কিবা স্থলে জলে, সকলেই তার বলে,
সব কার্য্য করয়ে সাধন।
কর্ম্ম লতে মর্ম্মে মরে, যেটি কয় সেটি করে,
প্রতিজ্ঞায় পরম সুজন ॥
সে যদি না জন্মাইত, কিসে হতো এত হিত,
এত সুখ কে আনিত ভবে।
কে পরাতো জামাযোড়া, কে চড়াতো গাড়ি ঘোড়া
তোড়া২ কোথা পেতো সবে ॥
অনাথা দরিদ্র হয়, যদ্যপি শরণ লয়,
উপকারে করে প্রাণপণ।
প্রবঞ্চনা সঙ্গে করি, বিশ্বের সর্ব্বস্ব হরি,
নিস্ব জনে করে সমর্পণ ॥
চতুর্থের সুস্বভাব, সতত সুসুপ্ত ভাব,
মহামান্য মোহ নাম ধরে।

জানে কত তন্ত্র মন্ত্র, জীবে করে পরতন্ত্র,
ইন্দ্রজাল ফেলে চরাচরে॥
মায়াবিদ্যা দেহে ধরি, মহীরে মোহিত করি,
মহাকালে নাহি করে ভয়।
সেইতো স্থিতির মূল, কূলহীনে দেয় কূল,
নহে হতো অকালে প্রলয়॥
শোকাতুর হয়ে জীব, না হেরিয়া নিজ শিব,
জীবনে জীবন করে দান।
সেই গিয়া করে ধরি, বিবিধ বিনয় করি,
উপদেশে রাখে যত প্রাণ॥
ধন্য হলো বিদ্যাগুণে, বিদ্যা শুনি মনাগুণে,
অবিদ্যা হইল অবশেষ।
বিদ্যা শিখিবার আশে, প্রেমে বদ্ধ তার পাশে,
সঙ্গ ছাড়া না হয় নিমেষ॥
পঞ্চমের নাম মদ, প্রপঞ্চেতে গদ গদ,
সদসৎ তত্ত্ব নাহি করে।
প্রকৃতির বাধ্য নয়, সতত আনন্দময়,
মহাসুখী মহীর ভিতরে॥
সে যদি স্বভাব ধরে, মাতঙ্গ আতঙ্গে মরে
থর২ কাঁপে ত্রিভুবন।
আমোদে উন্মত্ত কায়, পুলকে প্রমত্ত প্রায়,
তত্ত্বে তার কোন প্রয়োজন॥

যে তার শরণাগত, তার সুখ কব কত,
বিপদে সম্পদ হয় বোধ।
ধরাসনে শুয়ে থেকে, সপনে পর্য্যঙ্ক দেখে,
তুচ্ছ করে উচ্চ উপরোধ॥
ভক্ষ্যাভক্ষ্য নাহি ভেদ, দুঃখে নাহি করে খেদ,
নিশিতে দিবস যেন পায়।
ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্ম ভয়, কোন জ্বালা নাহি সয়,
বিষ পেলে সুধা বলি খায়॥
কনিষ্ঠ কুমারে আর, বর্ণিবার সাধ্য কার,
ধরাধামে নাহি সমতুল।
গাম্ভীর্য্য দেখিয়া যার, আতঙ্কে তরঙ্গাকার,
ভয়ে সিন্ধু ভাবিয়া ব্যাকুল॥
তার উচ্চতার ভাব, মনে করি অনুভাব,
দৃঢ় তনু পাইল হুতাশ।
তাই সে অচল গিরি, লজ্জায় বদন ফিরি,
নিরবধি গণিছে আকাশ॥
ভাগ্যধর ধনে মানে, ইন্দ্র চন্দ্র নাহি মানে,
অবিজ্ঞায় বিজ্ঞ অতি তায়।
কপাল প্রসন্ন তারে, অনুকূল হয়ে তারে,
ঈষৎ অপাঙ্গে ফিরে চায়॥
কর্ম্ম করে অনুমানে, আপনি সকলি জানে,
সুপণ্ডিত বিনা অধ্যয়ন।

কার সাধ্য করে রব, তৃণ সম দেখে সব,
উপহাসে উড়ায় বচন।।
তপ জপে পূজে বিধি, পাইয়াছি ছয় নিধি,
রূপময় গুণের সাগর।
কার বলে এত বল, কেমনে এমন বল,
কথা শুনে কাঁপে কলেবর ।।



নিবৃত্তির উক্তি।

পদ্য।

হাসি আসে কান্না পায়, ভাসি ধারা জলে।
হইলাম বাকহারা, বাক্যের কৌশলে ।।
অমামসী নিশি যবে, ঘোর অন্ধকার।
কথায় করিতে পারে, কৌমুদী বিস্তার ।।
নিতান্ত অশান্ত যারা, নিদয় হৃদয়।
গুণরাশি নিধি বলি, দিলি পরিচয় ॥
তোমারি কুমার সব, মানব নিকরে।
ডুবাইল ছলে কলে, কলুষ সাগরে ।।
একবার তত্ত্ব কথা, নাহি কয় ভুলে।
বিভু নামে জপমালা, রাখিয়াছে তুলে ॥
বিষয় আশয়ে সদা, উপাসনা তার।
ভাবেনা কেমনে পাবে, পরিণামে পার ।।

শোক তাপে তনু জ্বরা, মরা দেহ প্রায়।
অমর ভাবিয়া তবু, সমরেতে যায়॥
ভ্রম অসি করে ধরি, ভ্রময় ভুবন।
সব অশিবের হেতু, সেই ছয় জন॥
দেখে শুনে কেহ আর, নাম নাহি লয়।
নিন্দাবাদ প্রয়োজনে, রিপু২ কয়॥
প্রথমে প্রধান সুত, কাম অবতার।
রাবণে করিল সেই, সংবংশে সংহার॥
কুম্ভকর্ণ ভ্রাতা যার, পুত্র ইন্দ্রজিত।
ত্রিভুবনে সুরাসুর, সভয়ে কম্পিত॥
ইন্দ্র চন্দ্র দ্বারে বাঁধা, যমে নাহি ডর।
ভুজবলে ভূমণ্ডল, ভুজের ভিতর॥
মণিময় সিংহাসন, পুরী মনোরমা।
মনোমত মন্দোদরী, প্রাণ প্রিয়তমা॥
অতুল ঐশ্বর্য্য তার, কি হইল শেষ।
ভস্মময় কামদোষে, স্বর্ণময় দেশ॥
ভেবে দেখ পুরাকালে, রাজা পরীক্ষিত।
সসাগরা ধরা যার, রাজ্য পরিমিত॥
ক্রোধ পরবশে শাস্তি, পাইল প্রচুর।
মুনিকণ্ঠে সর্প দিয়া, দর্প যায় দূর॥
প্রজ্বলিত ব্রহ্মশাপে, হত দগ্ধ কায়।
বিস্তর বিলাপে শেষে, জীবন হারায়॥

নীর মাঝে গৃহ তাহে, রক্ষক নিবেশ।
ভক্ষক ভক্ষক তবু, হয় তার শেষ ॥
লোভে অন্ধ কুরুপতি, গতি দেখ শেষ।
সসংসারে কাল গ্রাসে, করিল প্রবেশ ॥
অনিত্য রাজ্যের আশে, করিয়া সমর।
অর্জ্জুনের বাণে বিদ্ধ, শত সহোদর ॥
দ্রৌপদীর অপমানে, ক্রীড়া ষড়জাল।
অন্যায় সমরে মারে, দুখের দুলাল ॥
শান্তশীল পাণ্ডুপুত্র, ধর্ম্ম পরায়ণ।
ধর্ম্মের সহায়ে শেষে, পায় রাজ্যধন ॥
হৃদয়ে প্রবল হয়ে, মহামোহ রিপু।
না চিনিল মহানিধি, হিরণ্য কশিপু ॥
তনয়ের স্নেহ পাশ, করিল ছেদন।
অকাতরে দিল তারে, বিষম বেদন ॥
পরম ধার্ম্মিক শিশু, প্রহ্লাদ কুমার।
ধর্ম্মতরী সহ তরে, দুঃখ পারাবার ॥
পামর পাষণ্ড পিতা, হারায়ে চেতন।
অকালে কালের করে, হইল পতন ॥
মদে মত্ত প্রজাপতি, দক্ষ নাম ধরে।
নাশিতে আপন শিব, শিবনিন্দা করে ॥
পতিপ্রাণা পার্ব্বতীর, দুঃখে দেহ জ্বলে।
তখনি ঢালিল অঙ্গ, কালের কবলে ॥

সতী শোকাতুর তাহে, ক্রোধে মহেশ্বর।
করিল প্রকাণ্ড কাণ্ড, সভার ভিতর॥
যজ্ঞ গেল রসাতল, কত অপমান।
পুণ্যবলে ছিল মাত্র, মৃতদেহে প্রাণ॥
কনিষ্ঠ অনিষ্টকারী, ধারা অনুসারে।
অহঙ্কারে বলি রাজা, গেল ছারেখারে॥
ভুবন করিল জয়, দাত শক্তি বলে।
শঙ্কায় শঙ্কিত সদা, দেবাসুর দলে॥
ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব লয়, চন্দ্র পাড়ে ধরা।
স্বভাবে বিকল দেখি, বিধি ভেবে জ্বরা॥
দর্পহারী হোতে হলো, সর্ব্ব সমাধান।
বামনে হরিল গর্ব্ব, খর্ব্ব করি মান॥
বুঝে থাক ভেবে দেখ, পরিচয় পেলে।
তাই বলি তারা সর্ব্ব, সর্ব্বনেশে ছেলে॥
শুনেনাকো সুবচন মানেনাক হিত।
উপদেশ দিলে পরে, ভাবে বিপরীত॥
পরানিষ্ট কিসে হবে, সেই অভিলাষ।
সদা ভাবে কিসে উঠে, সুজনের বাস॥
ধন্য ও তোমার গর্ভ, সর্ব্ব মূলাধার।
উদ্দেশেতে দুটী পদে, কোটী নমস্কার॥
তোমারে চঞ্চলা বলে, জগতের লোক।
দিবানিশি কেঁদে মরি, কতংকরি শোক॥

যেখানে সেখানে যাও, পাগলের প্রায়।
বার২ আমি গিয়া, বাধা দিই তায়॥
কখন শুননা কথা, উপহাস করি।
অরণ্যে রোদন করে, মিছে বোকে মরি॥
কুযশে পূরিল ক্ষিতি, পুণ্যের সমাজ।
প্রতি পদে ভাঙ্গে পদ, তবু নাহি লাজ॥
আপনি কুঠার হেনে, আপনার পায়।
বার২ এইবার, ঠেকিয়াছ দায়॥
এখনো সুপথে এসো, কথা রাখ যদি।
অনায়াসে উথলয়, আনন্দের নদী॥
কার জন্য ভেবে মর, কিসের সংস্কার।
মনে করি দেখ দেখি, শেষের ব্যাপার॥
স্মরণে সিহরে বপু, বুক ফেটে যায়।
নয়ন ধরিয়া ধারা, ধরণী ভাসায়॥
অতএব নম্র হও, এলো২ কাল।
কেন আর বৃথামোদে, হরিতেছ কাল॥

প্রবৃত্তির উক্তি।

পদ্য।

কে বলে নিবৃত্তি সতী, মধুর ভাষিণী অতি,
সার তত্ত্বে সদা মতি, কটু কথা কয় না।

শুদ্ধ সাধ্বী পতিব্রতা, তপঃ জপে সদা রতা,
বিবাদ বিতণ্ডা যথা, কভু তথা রয় না॥
শান্তিগৃহে অধিষ্ঠান, নিষ্ঠাবৃত্তি অনুষ্ঠান,
বচন বিবাদ বাণ, মুখে কভু লয় না।
কখন জানে না পাপ, সদা করে সদালাপ,
সংসারের শোক তাপ, কোন জ্বালা সয় না॥
এ যে দেখি ব্যবহার, বচনেতে পারা ভার,
জিহ্বায় হিরার ধার, কাঁটা খোঁচা বয় না।
সাপিনী পাপিনী ঘোর, কথা কোস জোর২,
তথাপি মরণ তোর, হয়২ হয় না॥
সাম্রাজ্য সাগর প্রায়, কিসে থাকে কিসে যায়,
সংসারের কোন দায়, কখনতো ঠেকো না।
রত্নময় ঘর দ্বার, পুঁড়ে হলে ছারখার,
উকি মেরে একবার, তথাপিও দেখো না॥
কি হতেছে আজি কাল, কত ধানে কত চাল,
আমি বিনে আলথাল, সেটি তুমি মান না।
নিয়তঃ চালাই মেকি, তুমি বল একি একি,
কেবল খাবার ঢেকি, আর কিছু জান না॥
আমার সর্ব্বস্ব খাও, আমার কুযশঃ গাও,
বার২ বেঁচে যাও, একবার ভাবনা।
আপনার বল ধরি, কুম্ভীরে করিয়া অরি,
নিবসতি নীরোপরি, কোন মতে পাবনা॥

অই২ পাপ২, এলো২ জুজু সাপ,
করহ অনুতাপ, বোই আর বল না।
চাতুরী করিছ মেলা আপন কাজের বেলা,
কখন করিয়া হেলা, ভুলেও তো টলনা॥
অন্তরে অনেক কাজ, বাহিরে বাড়াও লাজ,
বকার ধার্ম্মিক সাজ, আর প্রাণে সয় না।
ভ্রমিয়া রসের হাট, শিখেছ বিস্তর ঠাট,
বসনে লুকালো নাট, আর ম্যানে রয় না॥
নাজানি কি আর হবে, তত্ত্বকথা পেলে কবে,
ভারতে তোমার তবে, বাকি আর রলোনা।
নাহি যদি লয় কালে, কতই দেখিব কালে,
কেবল আমার ভালে, উটি আর সয়ো না॥
আমার সে ছয় চাঁদে, কটু কোয়ে সাধে২,
ফেলেছ বচন বাদে, তাহা প্রাণে সতো না।
কি করি সে ছয় জনে, নিদ্রা যায় অচেতনে,
নতুবা জীবন ধনে, লয়ে যেতে হতো না॥
বুঝে থাক মনে২, প্রাণ রাখ পলায়নে,
আইলে কুমারগণে, রক্ষা আর হবে না।
জানতো সে বীর ছয়, জগত করেছে জয়,
বিনয়ের বাধ্য নয়, তারা এত সবে না॥
ভেবে দেখ ধরাতলে, কেবা তব বশে চলে,
তব মনোগত স্থলে, কোন সুখ পায় না।

যে করে নিবৃত্তি রব, অন্নাভাবে হয় শব,
দেখে শুনে আর তব, নিকটেও যায় না ॥
আশাপাশে বাঁধ জীব, সদা বল দিব২,
ফলে কিন্তু সেই শিব, কখনতো ফলে না ॥
সন্ততঃ শঠতা ময়, কথায় কদিন রয়,
শেষে আর জীবচয়, তোর বশে চলে না।
শ্রদ্ধাভক্তি তনয়ার, অন্নাভাবে শীর্ণাকার,
স্নেহভরে তোরে আর, মাবলিয়া ডাকে না
আমার দাসত্ব করে, যথা বলি তথা চরে,
নিদয় নিবৃত্তিঘরে, তারা আর থাকে না ॥
মুনিঋষি তপোধন, যা তোর সর্ব্বস্ব ধন,
জ্ঞানরথে কোন জন, কখন তো চড়ে না।
বলিতে তো ঘৃণা হয়, কাচ কেচে ধর্ম্মভয়,
কারল যে কর্ম্মচয়, মনে বুঝি পড়ে না ॥
চেয়ে দেখ পরাশরে, কালিদাস কবিবরে,
শত২ মহীশ্বরে, স্মর শর ধরে না।
দেখহ ব্রহ্মার মতি, কি করিল সুরপতি,
কি কব চন্দ্রের গতি, মুখে বাক্ সরে না ॥
তাই বলি থাক২, কে বাড়ালে এত জাঁক্,
শুনে এত কটু বাক্, তাপে তনু দয় না।
তুচ্ছ হলে উচ্চ ভাষী, সুজনে উড়ায় হাসি,
কুজনের দোষ রাশি, বিন্দু বোধে লয় না ॥

নিবৃত্তির উক্তি।

পদ্য।

উথলিয়া ক্রোধকূপ, কি কহিলে অপরূপ,
  শুনিয়া নয়ন নীর, রয়না লো রয়না।
অর্পিলাম উপদেশ, প্রতিফল দিলে বেস,
  বচনের বাণ আর, সয়না লো সয়না॥
যেমন গণিকাগণ, কটাক্ষে হরিলে মন,
  সুখের অবধি আর, থাকেনা লো থাকেনা।
দেখায়ে রসের ধুম, লম্পটে পাড়ায়ে ঘুম,
  শেষে তার ধনেপ্রাণে, রাখেনা লো রাখেনা॥
শিরে ফণী মণিধরে, সমাজে ভ্রমণ করে,
  লোভে লোক পরিণাম, জানেনা লো জানেনা।
যেবা যায় ধরিবারে, তখনি বিনাশে তারে,
  মিনতি বিনতি শেষ, মানেনা লো মানেনা॥
সেরূপ প্রকৃতি তব, যেকরে প্রবৃত্তি রব,
  প্রকৃত আনন্দ কভু, পায় না লো পায় না।
প্রথমে পরম সুখ, পরেতে বিদরে বুক,
  শেষে পাপ অনুতাপে, যায় না লো যায়না॥
তাই তব করে ধরি. বিবিধ বিনয় করি,
  এমন কুবাক্য আর, বলোনা লো বলোনা।

রাগরূপ পদতলে, কুৎসিত কুতর্ক বলে,
সুতর্ক কুসুমদলে, দলোনা লো দলোনা ॥
ধর২ সুবিধান, পরিহর অভিমান,
রসনার অপমান, করোনা লো করোনা ।
তনুপুরে তমোগুণে, হিংসার মন্ত্রণা শুনে,
নিন্দারূপ কাল ফণী, ধরোনা লো ধরোনা ॥
দেহ গেহে মনঃ স্বামি, করিতে কুপথগামী,
কুহকী কটাক্ষে আর, চেওনা লো চেওনা ।
ভব ভোগে ভেবে ভোগ, ধরি উপভোগ ভোগ,
প্রবোধের অনুযোগ, খেওনা লো খেওনা ॥
শান্তিনীরে কর স্নান, জ্ঞানবাস পরিধান,
বিধির্নিধি সমাধান, ভুলনা লো ভুলনা ।
নবদ্বার গৃহপুরে, পাপের পতাকা পূরে,
কুযশের ধ্বজা যেন, তুলনা লো তুলনা ॥
স্বামির সোহাগে গোলে, প্রেমমদে টোলে২,
চাতুরীর বাণ বুকে, হেনোনা লো হেনোনা ।
বচন বিন্যাস ছলে, কমাদি কুমার দলে,
সুজন ধার্ম্মিক বলি, মেনোনা লো মেনোনা ॥
তোমার সে ষড় সুত, সুত নয় ষড়ভূত,
সার পথে একবার, চলেনা লো চলেনা ।
রাজ্য মাঝে কর্ম্ম নিয়ে, পূর্ব্বকথা ভুলে গিয়ে,
কভু মুখে বিভু নাম, বলেনা লো বলেনা ॥

হোয়ে কাল-কুলবধূ, পান হেতু ধন মধু,
নগর কুসুম বনে, যেওনা লো যেওনা।
তরু দেখি সুশোভন, তাহে করি আরোহণ,
বিফল সে আশাফল খেওনা লো খেওনা॥
লজ্জার মাথাটি খেয়ে, যৌবনের নীরে নেয়ে,
কলঙ্কের পাঁকে বদ্ধ, হওনা লো হওনা।
রাগ রঙ্গে ফুলে২, রসভরে ছুলে ছুলে,
উপদেশে উপকথা, কওনা লো কওনা॥
নারী ধন্য ধৈর্য্যগুণে, ধরা মরে মনাগুণে,
সে যশঃ তোমার হেতু, বলোনা লো বলোনা।
আরোহিয়া মনোরথে, সদা ভ্রম ভ্রমপথে,
সত্যের সঙ্গতি তাই, হলোনা লো হলোনা॥
তব চঞ্চলতা সাজে, খঞ্জন গঞ্জিত লাজে,
মুখ তুলে তাই তারা, চায়না লো চায়না।
পবন দেখিয়া দায়, ঈর্ষানলে ক্ষীণ কায়,
তাই শেষে দেখা আর, যায়না লো যায় না॥
বিতণ্ডার বাণ ধরি, সুযুক্তিরে লক্ষ্য করি,
মানস উন্মত্ত করী, চড়োনা লো চড়োনা।
সম্পদের মদ খেয়ে, আমোদে প্রমোদ পেয়ে,
বিপদের হ্রদে যেন, পড়োনা লো পড়োনা॥
আমি হব তাপে জ্বরা, ভস্মময়ী হবে ধরা,
বিষভরা আঁখি ছুটো, মেলোনা লো মেলনা।

ছলে কলে সতী হয়ে, মুখ নেড়ে কথা কয়ে,
দ্বিগুণ আগুণ আর, জ্বেলোনা লো জ্বেলোনা ॥
ধরি তব দুটী হাত, পদে করি প্রণিপাত,
কুমতির সহ কোথা, যেওনা লো যেওনা।
বাহুবলে রাহু হয়ে, বিকট বদন লয়ে,
আমার সে জ্ঞানচাঁদে, খেওনা লো খেওনা ॥
ক্রমশঃ আসিছে কাল, নাশিছে কতই কাল,
তাই বলি বৃথা কাল, হরোনা লো হরোনা।
বিবেকাদি শম দম, শত্রু ভাবে মিত্রসম,
কুআশা কুআসা পথে, চরোনা লো চরোনা ॥
বৈরাগ্য বিপিনে যাও, তত্ত্বফল পেড়ে খাও,
সংসারের ক্ষুধাতৃষ্ণা, রবেনালো রবেনা ॥
হওনাক ভ্রষ্টপদ, অন্তে পাবে স্রষ্ট পদ,
ভাসিতে ভবাব্ধিজলে, হবেনালো হবেনা ॥



প্রবৃত্তির উক্তি।

পদ্য।

একি পাপ, দেয় তাপ, বাক্য সাপ, বিষে।
ভাবি তাই, কোথা যাই, ত্রাণ পাই, কিসে ॥
কটু কহে, তনু দহে, নাহি সহে, তাহা।
উপহাসে, সুখে ভাষে, মুখে আসে, যাহা ॥

কাছে আসি, হাসি হাসি, সর্ব্বনাশি, নারী
করে নাদ, তর্কবাদ, পরমাদ, ভারি ॥
কোথা তবে, বাছা সবে, হাহারবে, আয়।
দেখ মরি, কাল করী, হরি ধরি, খায় ॥
যম বেশে, ধরি শেষে, করদেশে, অসি।
সবে জুঠে, আয় ছুঠে, বুকে উঠে, বসি ॥
মার মার, সোর সার, হুহুঙ্কার, স্বরে।
ভুজবলে, পদতলে, ফেল কলেবরে ॥
ত্বরা করি, দাঁতে ধরি, কর অরি, নাশ।
নহে বল, কিবা ফল ধরাতল বাস ॥
ধর্ম্ম বেদ কর ছেদ মর্ম্ম ভেদ হবে।
ধরাময় জয় জয় শব্দ হয় তবে ॥
ঘোরতর দৃষ্টি কর খর খর চাও।
ছয় বীর পাপিনীর তনু নীর খাও ॥
তত্ত্বজ্ঞান সমাধান কত ভান জানে।
অহঙ্কারে ত্রিসংসারে নাহি কারে মানে ॥
জীবচয় করে ক্ষয় ধর্ম্ম ভয় দায়।
ইহকাল হতে কাল পরকাল চায় ॥
করি মানা বলি নানা বুঝিয়া না বোঝে।
বর্ত্তমান ত্যজ্যমান ভাবি মান খোঁজে ॥
মম প্রতি ক্রোধমতি দেখি অতিশয়।
তৃণানল কোথা বল সিন্ধু জল দয় ॥

ক্রোধে জ্বলি তাই বলি কিসে হলি হেন
কলেবর থর থর ভয়ে মর কেন ॥
সুখভরা দেখি ধরা ভ্রম চরাচরে।
কেন আর থাক ছার ধীরতার ঘরে ॥



নিবৃত্তির উক্তি।

পদ্য।

বার বার এইবার ক্রোধ পরিহরি।
শুভযোগে শুন যোগ মনোযোগ করি ॥
এক দিন একাকিনী বসিয়া নির্জ্জনে।
তোমার স্বভাব ভাব ভাবি মনে মনে ॥
শঙ্কার সন্তাপে হলো তনু জ্বর জ্বর।
নয়নের নীর তায় ঝোরে ঝর ঝর ॥
বিশীর্ণ বদন দেশ বিষাদের তাপে।
কলেবর থর থর নিরন্তর কাঁপে ॥
অঙ্গ হীন অঙ্গরাগ পাগলিনী প্রায়।
শ্বাস দেখে ত্রাস পেয়ে পবন পলায় ॥
আলু থালু কেশপাশ কবরী বন্ধন।
কখন ধরিয়া ধরা হারাই চেতন ॥
হেন কালে জ্ঞান মম কুমার রতন।
সেই পথ দিয়া কোথা করিছে গমন ॥

জননীবৎসল বাছা দেখি মম তাপ।
মা মা মা মধুর রবে কোলে দিল ঝাঁপ॥
দুটী হাতে গলে ধরি অধর চুম্বন।
হৃদয়ে হৃদয় রাখি স্নেহ আলিঙ্গন॥
পরম সুবোধ শিশু সুজনের দাস।
পণ্ডিত মণ্ডিত স্থানে নিয়ত নিবাস॥
আভাসে বুঝিয়া মম, রোদনের হেতু।
দুঃখ পারাবারে বাঁধে, প্রবোধের সেতু॥
পরিশেষে পরিতাপ, করিতে অন্তর।
বলিল যে বিবরণ, শুন অতঃপর॥
ত্যজহ তাপিনী ত্বরা, পাপিনীর ত্রাস।
অবিলম্বে হবে মাগো, বিপক্ষ বিনাশ॥
পাঠ করি তক বেদ, খেদ গেছে দূর।
অরাতি নিধন বার্ত্তা, পেলাম প্রচুর॥
সুমতির গর্ব্ভাধারে, মমবীর্য্যবল।
তাহাতে জন্মিবে পুত্র, ভুবন উজ্বল॥
নিয়ত আদর বারি, করিলে সেচন।
সে কুমার নব তরু, অতি সুশোভন॥
ক্রমে যথা কলানিধি, যোল কলা ধরে।
সেরূপ বাড়িবে সুত, স্বীয় কলেবরে॥
ঈশ্বরের নিরুপম, নৈপুণ্য প্রভাব।
স্বাভাব শিখিবে সুত, দেখিয়া স্বভাব॥

স্বজ্ঞানে বিতর্ক আর, করিয়া বিচার।
পদাঘাতে ধনতৃষ্ণা, করিবে সংহার॥
ভোগ ত্যজি মহাযোগী, যোগে দিবে মন।
বিবেক আখ্যায় হবে, বিখ্যাত ভুবন॥
সংসারে না পাবে স্থান, সমাধি সাধনে।
বৈরাগ্য হইয়া সখা, লয়ে যাবে বনে॥
দারা বিনা ধারা আছে, ধর্ম্ম নাহি হয়।
কুমার বিবেকী দেখি, হইবে সংশয়॥
দেখে শুনে মনে২, করিয়া বিচার।
শন্তি আর শ্রদ্ধাদির সহিত তাহার॥
উভয়ে হইয়া দূতী, করিয়া যতন।
উপনিষদ্দেবী সহ, করাবে মিলন॥
বিবেক ঔরস আর, তার গর্ব্ভাধার।
জন্মিবে অপূর্ব্ব পুত্র, প্রবোধ কুমার॥
ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র, সুমঙ্গল তরে।
হাস্যালোক প্রজ্বলিত, হবে ঘরে২॥
পূর্ণ কুম্ভ শম দম, সূতিকার দ্বারে।
সত্য আসি ধাত্রীভাবে, পালিবে কুমারে॥
দয়ায় করিবে দান, মাতি মহোৎসবে।
ভক্তি আর মুক্তি আসি, দাসী হয়ে রবে॥
নিত্য২ প্রসূতীর করি স্তন পান।
সুত হবে অপরূপ, রূপ গুণবান॥

হাসিমাখা প্রিয়ভাষ, বদন সরস।
কথায় করিবে শিশু ত্রিভুবন বশ॥
ধরিবেক বহু বিদ্যা, বুদ্ধির কৌশলে।
ভার হবে তার কীর্ত্তি, ধরা ধরাতলে॥
দেশে২ তার কথা, করিবে বিরাজ।
দেখিতে আসিবে শেষে মনো মহারাজ॥
কি কাজ কথায় আর, প্রিয়ঃ আলাপনে।
বিরূপ হইবে ভূপ, রূপ দরশনে॥
শিরীষ কুসুম সম, কোমল শরীর।
নিরখিয়া উথলিবে, স্নেহ সিন্ধু নীর॥
দর২ দুনয়নে, সুধার সুধার।
অবাক হইবে ভূপ, বাক্ শুনি তার॥
রূপ ফাঁদে ফেলি নৃপে, গুণে বাঁধি শেষ
অষ্টাহ অর্পিবে শিশু, হিত উপদেশ॥
আধ২ বিধু মুখে, শুনে মৃদু ভাষ।
বিষ বলি ত্যজিবেক, বিষয়ের আশ॥
মনাগুণে পুড়ে যদি, মাতা খুঁড়ে মরে।
তথাপি না প্রবেশিবে, প্রবৃত্তির ঘরে॥
তবু যদি নাহি ছাড়ে, প্রণয় প্রয়াস।
বিরল বিপিনে গিয়া, করিবেন বাস॥
তথায় তোমার সহ, সদা সুখভোগ।
জায়া সহযোগে সদা, শিখিবেন যোগ॥

সপত্নীর সুভদিন, সহিতে না পারি।
সর্ব্বনাশ করিবেক, সর্ব্বনাশী নারী॥
প্রজ্বলিত ঈর্ষানল, করিয়া স্থাপন।
আপনি নাশিবে শেষে, আপন জীবন॥
মাতৃশোকে শোকাকুল, পুত্রকুল তার
আর্ত্তনাদে করিবেক, জীবন সংহার॥
এইরূপে হইবেক, পাপ অরিক্ষয়।
ত্রিভুবন ভাষিবেক, জয় বিভুজয়॥
সত্যাবাদী জিতেন্দ্রিয়, জ্ঞান সে আমার
কখন না হবে মিথ্যা, বচন তাহার॥
তবে কেন কর বৃথা, বিবাদে প্রবেশ।
ভাব দেখি মনে২, কোথা যাবে শেষ॥



প্রবৃত্তির উক্তি।

পদ্য।

কিকথা বলিলি সরল ভাষি।
হৃদয়ে পূরিলি গরল রাশি॥
অবাক হয়েছি সাহসে তোর।
মরি কি ধারায় আশার জোর॥
উত্তান হইবে কুঁজীর আশ।
কাকেতে জিনিবে কোকিল ভাষ॥

বন্ধ্যায় পাইবে তনয়সুখ।
অন্ধেতে দেখিবে দর্পণে মুখ॥
আকাশে ফুটিবে প্রচুর ফুল।
তাহাতে বসিবে ভ্রমরকুল॥
বোবায় কাঁদাবে সঙ্গীতরবে।
সে দিন তুমিও সুভগা হবে॥
অভাগী ত্বরায় মর লো মর।
কিঞ্চিৎ হৃদয়ে না দেখি ডর॥
না জানি শিখেছ কতই কাচ।
সাপের বাসায় ভেকের নাচ॥
তোমার তনয় হারায়ে চেতঃ।
মানসে রচিয়া কহিল এত॥
সে বলে বুঝি লো বাড়িল বুক।
সরম সলিলে না ধুলি মুখ॥
সহেনা২ রহে না প্রাণ।
কাঁচেতে কেন লো কাঞ্চন ভান॥
বাছারা আমার জীবিত থাক্।
রবেনা২ তোমার জাঁক॥
থাকিতে কামাদি কুমার দল।
বিবেক জন্মিবে কেমনে বল॥
জ্বলন্ত অনলে দিওনা হবি।
পশ্চিমে উদয় হবে না রবি॥

মনের তিমির কর লো নাশ।
কভু না পূরিবে তোমার আশ॥



নিবৃত্তির উক্তি।

পদ্য।

সজ্ঞানে জ্ঞানের মুখে, শুনিলাম মহা সুখে
তাহে আর নাহিক সংশয়।
যেরূপে প্রবোধ নিধি, বুঝাইবে বেদ বিধি
জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ সমুদয়॥
বলিলে সে হিতাবলি, গিরি যায় দুঃখে গলি,
পশু পক্ষী শুনে স্থির কাণে।
সাগর নিষ্পন্দ ময়, নাস্তিকের ধর্ম্ম ভয়,
শোকাতুর সুস্থ হয় প্রাণে।
এখনো সতর্ক হও, সুতর্কের কথা কও,
ভ্রম সদা সত্য অন্বেষণে।
সম্প্রতি সম্প্রীতি পাবে, শুন দেখি যেই ভাবে
প্রবোধ প্রবোধ দিবে মনে॥



মনের প্রতি উপদেশ ॥

পদ্য।

ওহে মন মহারাজ, কি কর কহিতে লাজ,
কেন২ কহ সবিশেষ।
নবীনা ললনা পেয়ে, বারেক না দেখ চেয়ে,
প্রপঞ্চেতে গেল পঞ্চ দেশ ॥
অসার সংসারে সার, দেহরাজ্য সুবিস্তার,
উপমা না দেখি যার ভবে।
হস্ত পদ অঙ্গ যত, সদা তব আজ্ঞামত,
স্বকার্য্য সাধন করে সবে ॥
ভূপ বলি ভয়ে২ সবে সশঙ্কিত হয়ে,
শিরোপরি দিল সিংহাসন।
তাহে বসি সকৌতুকে, রাজ্য কর মহাসুখে,
সকলেরি এই অকিঞ্চন ॥
দেহ দেখি ফুলে২ পূর্ব্বকথা গেলে ভুলে,
লাভে মূলে মজালে সংসার।
আহা২ মরি২, দেখ দেখি মনে করি,
যেই পণে পেলে রাজ্যভার ॥
বোলেছিলে রাজ্য পেয়ে, সকলের মুখ চেয়ে,
রাজত্ব করিব কুতুহলে।

দ্রব করি উপদ্রব, সততঃ সুপথে রব,
সুখে বাস করাব সকলে ॥
বিশ্বময় বিঘ্ন হর, ত্রিজগৎ অধীশ্বর,
রাজ্য পাই যাঁহার কৃপায়।
সেই করে কর দিব, কৃতজ্ঞতা জানাইব,
হয়ে রব সেবকের প্রায় ॥
আমি সত্য কথা কই, সে কথা রহিল কই,
কি বলিলে কি করিলে শেষ।
অর্জ্জিলে অনেক পাপ, পাইবে প্রচুর তাপ,
মনে বুঝে দেখ সবিশেষ ॥
অকৃতজ্ঞ অভাজন, প্রবঞ্চনা পরায়ণ,
তুমি মন ধুর্ত্তের প্রধান।
ভুলাইয়া ভব ভূপে, ফাঁকি দিবে কোন রূপে,
ইহা নহে বিহিত বিধান ॥
না ভাবিয়া পরকাল, চাতুরী করিছ ভাল,
এ রূপে কি চিরকাল যাবে।
বিচার করেছ বেস, কে দিল এ উপদেশ,
বিশেষ বেদনা যাতে পাবে ॥
অতএব সাবধান, পরিতাপে যাবে প্রাণ,
অবশেষে অপমান হবে।
হারাইবে রাজ্য পাট, ভাঙ্গিবে সুখের হাট,
অতুল ঐশ্বর্য্য কোথা রবে ॥

বার২ এই বার, তাই মন শুন সার,
কেন আর কর অভিমান।
জাননা যে সর্ব্বসার, সকলের মূলাধার,
আছে এক পুরুষ প্রধান।
সেই সত্য সনাতন, জীবের আরাধ্য ধন,
জীবন যৌবন মনোহর।
নিরাকার সত্য বটে, আছে সর্ব্ব ঘটে পটে,
অঙ্গ নাই পরম সুন্দর॥
অনাহূত সর্ব্ব স্থান, অথচ সর্ব্বত্র যান,
পূর্ণ ব্রহ্ম অখিলের ধাতা।
নিবসতি নিত্যধাম, তথাপি নির্গুণ নাম,
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষদাতা॥
অগতির তিন গতি, ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডার পতি,
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কারণ।
অনাদি আনন্দময়, পুরুষ প্রকৃতি নয়,
নিরুপম নিত্য নিরঞ্জন॥
অজ্ঞানের জ্ঞানদাতা, শৈশবের পিতা মাতা,
অনাথার অমূল্য রতন।
যষ্টি সম দৃষ্টিহীনে, ভৃত্যভাব ভক্তাধীনে,
পতিতের পতিতপাবন॥
বুধের বেদান্তসার, প্রেমিকের প্রেমাধার,
সুরসিকের রসের সরিত।

ভাবুকের ভাবময়, সুকবির কাব্যচয়,
গায়কের সুলয় সঙ্গীত ॥
ভবার্ণবে কর্ণধার, আর্ত্তের ঔষধি আর,
তৃষিতের শীতল জীবন।
যে ভাবে যে তাঁরে ভাবে, ভাবনিধি সেই ভাবে
সদয় তাহারে সেই ক্ষণ ॥
তুমি যার অধীশ্বর, যে রাজ্য সাম্রাজ্য কর,
যার বলে বল অহঙ্কার।
পান করি যেই মদ, তুচ্ছ কর ব্রহ্মপদ,
ভূমে পদ নাহি দেহ আর ॥
তাঁর যদি মনে লয়, পলকে প্রলয় হয়,
কোথা রয় এ সুখ বিভব।
সে কোপে পড়িলে পরে, ধরণী নাহি ধৈর্য্য ধরে,
তিলেকে এসব হয় শব ॥
মোহ রাত্রি অন্ধকার, মায়া বৃষ্টি অনিবার,
তমোবজ্র পড়ে অনুক্ষণ।
ষড় ভূতে দ্বন্দ্ব করে, পঞ্চ ভূতে প্রাণে মরে,
কার সাধ্য করে নিবারণ ॥
এসময়ে এ কেমন, নিশ্চিন্ত হইয়া মন,
বিপদে ভাসালে ত্রিভুবন।
বিষয় পর্য্যঙ্কোপরি, প্রবৃত্তিরে কোলে করি,
সুখে কাল করিছ ক্ষেপণ ॥

অবিদ্যা সে বিদ্যাধরী, চঞ্চলার সহচরি,
সবে মিলে করিয়াছে বশ।
পেয়ে হে সুখ তত্ত্ব, প্রেমমদে হলে মত্ত
বুঝিলে না সুরস বিরস॥
নিবৃত্তি দুর্ভগা নারী, এদুঃখ সহিতে নারি:
অভাগীর কপাল কেমন।
নাহি জানে রঙ্গ রস, তুমি না হইলে বশ
দিবা নিশি ঝোরে দুনয়ন॥
পতিব্রতা সেই সতী, ধৈর্য্যগুণে গুণবতী
দেখে শুনে সকলে মোহিত।
শীলতা স্থিরতা ধরে, গাম্ভীর্য্য গুমুরে মরে,
ভয়ে লজ্জা সদা সংকোচিত॥
সরলতা গেল জলে, কোমলতা ফুল দলে,
অবলার না সরে বচন।
সত্য তারে ভালবেসে, সখ্যতা করিল শেষে,
দেখে দয়া লইল শরণ॥
উপমা কি দিব আর, সুমতি মন্ত্রিণী যার,
মুখে সদা মধুমাখা ভাষ।
বিদ্যা ইহা দেখে শুনে, আপন স্বভাব গুণে,
দেশে২ করিল প্রকাশ॥
কি করিতে কি করিলে, বিনিমূলে কিনে ছিলে,
না চিনিলে অমূল্য রতন।

এমন প্রেয়সী ফেলে, বৃথা মদে মোজে গেলে,
ধিক ওহে অরসিক মন॥
সবে বলে দুরাচার, ধরাময় হাহা কার,
নাহি তার বিহিত বিধান।
ভবঘোরে ভ্রান্ত হয়ে, অনিত্য আশ্রয় লয়ে,
সার তত্ত্ব না কর সন্ধান॥
কেমনে এ রাজ্য পেলে, কোথা ছিলে কোথা এলে,
ভাব দেখি কোথা যাবে শেষ।
যখন বিকট কাল, প্রকট করিবে গাল,
তখন বুঝিবে সবিশেষ॥
ভবনদী সুবিস্তার, যদ্যপি হইবে পার,
আর কেন বসি তার কূলে।
আরতো নাহিক বেলা, এই বেলা দেখ ভেলা,
আর হেলা করোনাহে ভুলে॥
ভক্তিভরে দিয়া পাল, ধরহ যুক্তির হাল,
জ্ঞানতরী করি আরোহণ।
মোক্ষ ধনে লক্ষ্য করি, নিবৃত্তির করে ধরি,
নিত্যধামে চল২ মন॥

গদ্য।

অনন্তর সেই পথিকবর, নিজ হৃদয়রূপ যুদ্ধক্ষেত্রে

প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির বাগ্বিতণ্ডা শ্রবণ করিতে২, অর্থাৎ মনোমন্দিরে এইরূপ ভাব সমুদায়ের উদয় হওয়ায়, একেবারে শান্তি সলিলে অভিষিক্ত হইলেন। তাহাতে নিবৃত্তির প্রতি গাঢ়তর আলিঙ্গন করিলে, পিপাসা হতাশা হইয়া প্রবৃত্তিকে পলায়ন পরায়ণা দর্শনে আপনিও তৎসমভিব্যাহারিণী হইল।

এদিকে পথিককে বিশ্রামশীল দেখিয়া ঈর্ষাপ্রযুক্ত তদীয় পথ ভ্রান্তিও বিশ্রাম লাভের যত্ন করিতে লাগিল। সুতরাং পান্থ আপন উদ্দিষ্ট স্থানোত্তীর্ণ হইবার পথ চিনিতে পারিয়া নিবৃত্তির বদন বিনির্গত বচন নিচয়ের প্রতি মনে২ অনুভাব করিতে২ অভিলষিত স্থানাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন ইতি। প্রথমাঙ্ক সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

গদ্য।

কোন বিদ্যালয়ের শিক্ষক বহু দিবসাবধি আপন ছাত্রদিগের হৃদয়ক্ষেত্রে সাধ্যাতীত আয়াস সহকারে বিদ্যাবীজ বপন করিয়া স্বীয় পরিশ্রমের সার্থকতা পরীক্ষার্থ এক দিবস শিষ্যকুলের প্রতি এই প্রশ্ন নিরূপিত করিলেন যে, ‘ বিদ্যা ও ধন এই উভ-

য়ের মধ্যে উৎকৃষ্ট কে” তোমরা কল্য এতদ্বিষয়ের লিপিবদ্ধ বর্ণনাবলি আমার নিকট আনয়ন করিলে তোমাদিগকে যথাবিধি পারিতোষিক প্রদান এবং আপনিও পরম পরিতোষ লাভ করিব। বিদ্যা মন্দিরহইতে বিদায় প্রাপ্তে ছাত্র কদম্বের মধ্যে এক জন উক্ত বিষয়ে অতিমাত্র অধ্যবসায়ী হইয়া পথি মধ্যে কেবল এই প্রস্তাবনার চিন্তা করিতে২ স্বালয়ে উত্তীর্ণ হইল। অনন্তর বিভাবসু সমস্ত দিবস নিয়মিত প্রাত্যহিক কার্য্য কলাপ সমাধা করত অতিমাত্র ক্লান্ত হইয়া বিশ্রামের নিমিত্ত পশ্চিমাচলে শয়ন করিলে ক্রমে২ যখন প্রহরেক রাত্রি হইল, তখন ছাত্র শৈবাল সঙ্কোচিত দুগ্ধফেণনিভ সুকোমল শয্যা সংযোজিত পর্য্যঙ্কোপরি শয়ন করিয়া গভীরতর নিদ্রাভিভূত হইলেন। কিন্তু নিদ্রাবস্থাতেও নিশ্চিন্ত না হইয়া স্বপ্ন সহকারেও দিবসের প্রস্তাবিত বিষয়ের অনুধাবন করিতে২ মনে২ যেন এই অভিনব ভাবের উদয় হইল যে গত বাসরে প্রাগুক্ত প্রশ্নের উত্তর আন্দোলিত সময়ে এক২ বার বিদ্যাকেই উৎকৃষ্ট বলিয়া বর্ণন করিবার বাসনা করায় স্বাভাবিক চঞ্চল প্রকৃতি ধন, বিদ্যার প্রতি রোষ পরবশা হওত সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমতি বিগ্রহবেশধারিণী কামিনী বেশে বিদ্যার প্রতি বিজাতীয় কটু কথন

যেখানে সেখানে যাও, পাগলের প্রায়।
বার২ আমি গিয়া, বাধা দিই তায়॥
কখন শুননা কথা, উপহাস করি।
অরণ্যে রোদন করে, মিছে বোকে মরি॥
কুযশে পূরিল ক্ষিতি, পুণ্যের সমাজ।
প্রতি পদে ভাঙ্গে পদ, তবু নাহি লাজ॥
আপনি কুঠার হেনে, আপনার পায়।
বার২ এইবার, ঠেকিয়াছ দায়॥
এখনো সুপথে এসো, কথা রাখ যদি।
অনায়াসে উথলয়, আনন্দের নদী॥
কার জন্য ভেবে মর, কিসের সংসার।
মনে করি দেখ দেখি, শেষের ব্যাপার॥
স্মরণে সিহরে বপু, বুক ফেটে যায়।
নয়ন ধরিয়া ধারা, ধরণী ভাসায়॥
অতএব নম্র হও, এলো২ কাল।
কেন আর বৃথামোদে, হরিতেছ কাল॥

প্রবৃত্তির উক্তি।

পদ্য।

কে বলে নিবৃত্তি সতী, মধুর ভাষিণী অতি,
সার তত্ত্বে সদা মতি, কটু কথা কয় না।

শুদ্ধ সাধ্বী পতিব্রতা, তপঃ জপে সদা রতা,
বিবাদ বিতণ্ডা যথা, কভু তথা রয় না॥
শান্তিগৃহে অধিষ্ঠান, নিষ্ঠাবৃত্তি অনুষ্ঠান,
বচন বিবাদ বাণ, মুখে কভু লয় না।
কখন জানে না পাপ, সদা করে সদালাপ,
সংসারের শোক তাপ, কোন জ্বালা সয় না॥
এ যে দেখি ব্যবহার, বচনেতে পারা ভার,
জিহ্বায় হিরার ধার, কাঁটা খোঁচা বয় না।
সাপিনী পাপিনী ঘোর, কথা কোস জোর২,
তথাপি মরণ ভোর, হয়২ হয় না॥
সাম্রাজ্য সাগর প্রায়, কিসে থাকে কিসে যায়,
সংসারের কোন দায়, কখনতো ঠেকো না।
রত্নময় ঘর দ্বার, পুঁড়ে হলে ছারখার,
উকি মেরে একবার, তথাপিও দেখো না॥
কি হতেছে আজি কাল, কত ধানে কত চাল,
আমি বিনে আলথাল, সেটি তুমি মান না।
নিয়তঃ চালাই মেকি, তুমি বল একি একি,
কেবল খাবার ঢেকি, আর কিছু জান না॥
আমার সর্ব্বস্ব খাও, আমার কুযশঃ গাও,
বাঁর২ বেঁচে যাও, একবার ভাবনা।
আপনার বল ধরি, কুম্ভীরে করিয়া অরি,
নিবসতি নীরোপরি, কোন মতে পাবনা॥

অইং পাপং, এলোং জুজু সাপ,
করং অনুতাপ, বোই আর বল না।
চাতুরী করিছ মেলা আপন কাজের বেলা,
কখন করিয়া হেলা, ভুলেও তো টলনা॥
অন্তরে অনেক কাজ, বাহিরে বাড়াও লাজ,
বকার ধার্ম্মিক সাজ, আর প্রাণে সয় না।
ভ্রমিয়া রসের হাট, শিখেছ বিস্তর ঠাট,
বসনে লুকালো নাট, আর ম্যানে রয় না॥
নাজানি কি আর হবে, তত্ত্বকথা পেলে কবে,
ভারতে তোমার তবে, বাকি আর রলোনা।
নাহি যদি লয় কালে, কতই দেখিব কালে,
কেবল আমার ভালে, উটি আর সলো না॥
আমার সে ছয় চাঁদে, কটু কোয়ে সাধেং,
ফেলেছ বচন বাদে, তাহা প্রাণে সতো না।
কি করি সে ছয় জনে, নিদ্রা যায় অচেতনে,
নতুবা জীবন ধনে, লয়ে যেতে হতো না॥
বুঝে থাক মনেং, প্রাণ রাখ পলায়নে,
আইলে কুমারগণে, রক্ষা আর হবে না।
জানতো সে বীর ছয়, জগত করেছে জয়,
বিনয়ের বাধ্য নয়, তারা এত সবে না॥
ভেবে দেখ ধরাতলে, কেবা তব বশে চলে,
তব মনোগত স্থলে, কোন সুখ পায় না।

যে করে নিবৃত্তি রব, অন্নাভাবে হয় শব,
দেখে শুনে আর তব, নিকটেও যায় না ॥
আশাপাশে বাঁধ জীব, সদা বল দিব২,
ফলে কিন্তু সেই শিব, কখনতো ফলে না ॥
সততঃ শঠতা ময়, কথায় কদিন রয়,
শেষে আর জীবচয়, তোর বশে চলে না।
শ্রদ্ধাভক্তি তনয়ার, অন্নাভাবে শীর্ণাকার,
স্নেহভরে তোরে আর, মাবলিয়া ডাকে না
আমার দাসত্ব করে, যথা বলি তথা চরে,
নিদয় নিবৃত্তিঘরে, তারা আর থাকে না ॥
মুনিঋষি তপোধন, যা তোর সর্ব্বস্ব ধন,
জ্ঞানরথে কোন জন, কখন তো চড়ে না।
বলিতে তো ঘৃণা হয়, কাচ কেচে ধর্ম্মভয়,
করিল যে কর্ম্মচয়, মনে বুঝি পড়ে না ॥
চেয়ে দেখ পরাশরে, কালিদাস কবিবরে,
শত২ মহীশ্বরে, স্মর শর ধরে না।
দেখহ ব্রহ্মার মতি, কি করিল সুরপতি,
কি কর চন্দ্রের গতি, মুখে বাক্ সরে না ॥
তাই বলি থাক২, কে বাড়ালে এত জাঁক্,
শুনে এত কটু বাক্, তাপে তনু দয় না।
তুচ্ছ হলে উচ্চ ভাষী, সুজনে উড়ায় হাসি,
কুজনের দোষ রাশি, বিন্দু বোধে লয় না ॥

নিবৃত্তির উক্তি।

পদ্য।

উথলিয়া ক্রোধকূপ, কি কহিলে অপৰূপ,
শুনিয়া নয়ন নীর, রয়না লো রয়না।
অর্পিলাম উপদেশ, প্রতিফল দিলে বেস,
বচনের বাণ আর, সয়না লো সয়না॥
যেমন গণিকাগণ, কটাক্ষে হরিলে মন,
সুখের অবধি আর, থাকেনা লো থাকেনা।
দেখায়ে রসের ধুম, লম্পটে পাড়ায়ে ঘুম,
শেষে তার ধনেপ্রাণে, রাখেনা লো রাখেনা॥
শিরে ফণী মণিধরে, সমাজে ভ্রমণ করে,
লোভে লোক পরিণাম, জানেনা লো জানেনা।
যেবা যায় ধরিবারে, তখনি বিনাশে তারে,
মিনতি বিনতি শেষ, মানেনা লো মানেনা॥
সেৰূপ প্রকৃতি তব, যেকরে প্রবৃত্তি রব,
প্রকৃত আনন্দ কভু, পায় না লো পায় না।
প্রথমে পরম সুখ, পরেতে বিদরে বুক,
শেষে পাপ অনুতাপে, যায় না লো যায়না॥
তাই তব করে ধরি, বিবিধ বিনয় করি,
এমন কুবাক্য আর, বলোনা লো বলোনা।

রাগরূপ পদতলে, কুৎসিত কুতর্ক বলে,
সুতর্ক কুসুমদলে, দলোনা লো দলোনা ॥
ধর২ সুবিধান, পরিহর অভিমান,
রসনার অপমান, করোনা লো করোনা ।
তনুপুরে তমোগুণে, হিংসার মন্ত্রণা শুনে,
নিন্দারূপ কাল ফণী, ধরোনা লো ধরোনা ॥
দেহ গেহে মনঃ স্বামি, করিতে কুপথগামী,
কুহকী কটাক্ষে আর, চেওনা লো চেওনা ।
ভব ভোগে ভেবে ভোগ, ধরি উপভোগ ভোগ,
প্রবোধের অনুযোগ, খেওনা লো খেওনা ॥
শান্তিনীরে কর স্নান, জ্ঞানবাস পরিধান,
বিধি নিধি সমাধান, ভুলনা লো ভুলনা ।
নবদ্বার গৃহপুরে, পাপের পতাকা পূরে,
কুযশের ধ্বজা যেন, তুলনা লো তুলনা ॥
স্বামির সোহাগে গোলে, প্রেমমদে টোলে২,
চাতুরীর বাণ বুকে, হেনোনা লো হেনোনা ।
বচন বিন্যাস ছলে, কমাদি কুমার দলে,
সুজন ধার্ম্মিক বলি, মেনোনা লো মেনোনা ॥
তোমার সে ষড় সুত, সুত নয় ষড়ভূত,
সার পথে একবার, চলেনা লো চলেনা ।
রাজ্য মাঝে কর্ম্ম নিয়ে, পূর্ব্বকথা ভুলে গিয়ে,
কভু মুখে বিভু নাম, বলেনা লো বলেনা ॥

হোয়ে কাল-কুলবধূ, পান হেতু ধন মধু,
নগর কুসুম বনে, যেওনা লো যেওনা।
তরু দেখি সুশোভন, তাহে করি আরোহণ,
বিফল সে আশাফল খেওনা লো খেওনা॥
লজ্জার মাথাটি খেয়ে, যৌবনের নীরে নেয়ে,
কলঙ্কের পাঁকে বদ্ধ, হওনা লো হওনা।
রাগ রঙ্গে ফুলে২, রসভরে দুলে দুলে,
উপদেশে উপকথা, কওনা লো কওনা॥
নারী ধন্য ধৈর্য্যগুণে, ধরা মরে মনাগুণে,
সে যশঃ তোমার হেতু, বলোনা লো বলোনা।
আরোহিয়া মনোরথে, সদা ভ্রম ভ্রমপথে,
সত্যের সঙ্গতি তাই, হলোনা লো হলোনা॥
তব চঞ্চলতা সাজে, খঞ্জন গঞ্জিত লাজে,
মুখ তুলে তাই তারা, চায়না লো চায়না।
পবন দেখিয়া দায়, ঈর্ষানলে ক্ষীণ কায়,
তাই শেষে দেখা আর, যায়না লো যায় না॥
বিতণ্ডার বাণ ধরি, সুযুক্তিরে লক্ষ্য করি,
মানস উন্মত্ত করী, চড়োনা লো চড়োনা।
সম্পদের মদ খেয়ে, আমোদে প্রমোদ পেয়ে,
বিপদের হ্রদে যেন, পড়োনা লো পড়োনা॥
আমি হব তাপে জ্বরা, ভস্মময়ী হবে ধরা,
বিষভরা আঁখি দুটো, মেলোনা লো মেলনা।

ছলে কলে সতী হয়ে, মুখ নেড়ে কথা কয়ে,
দ্বিগুণ আগুণ আর, জ্বেলোনা লো জ্বেলোনা
ধরি তব দুটী হাত, পদে করি প্রণিপাত,
কুমতির সহ কোথা, যেওনা লো যেওনা।
বাহুবলে রাহু হয়ে, বিকট বদন লয়ে,
আমার সে জ্ঞানচাঁদে, খেওনা লো খেওনা ॥
ক্রমশঃ আসিছে কাল, নাশিছে কতই কাল,
তাই বলি বৃথা কাল, হরোনা লো হরোনা।
বিবেকাদি শম দম, শত্রু ভাবে মিত্রসম,
কুআশা কুআসা পথে, চরোনা লো চরোনা ॥
বৈরাগ্য বিপিনে যাও, তত্ত্বফল পেড়ে খাও,
সংসারের ক্ষুধাতৃষ্ণা, রবেনালো রবেনা ॥
হওনাক ভ্রষ্টপদ, অন্তে পাবেশ্রেষ্ট পদ,
ভাসিতে ভবধিজলে, হবেনালো হবেনা ॥



প্রবৃত্তির উক্তি।

পদ্য।

এঁকি পাপ, দেয় তাপ, বাক্য সাপ, বিষে।
ভাবি তাই, কোথা যাই, ত্রাণ পাই, কিসে ॥
কটু কহে, তনু দহে, নাহি সহে, তাহা।
উপহাসে, সুখে ভাষে, মুখে আসে, যাহা ॥

কাছে আসি, হাসি হাসি, সর্ব্বনাশি, নারী।
করে নাদ, তর্কবাদ, পরমাদ, ভারি ॥
কোথা তবে, বাছা সবে, হাহারবে, আয়।
দেখ মরি, কাল করী, হরি ধরি, খায় ॥
যম বেশে, ধরি শেষে, করদেশে, অসি।
সবে জুঠে, আয় ছুঠে, বুকে উঠে, বসি ॥
মার মার, সোর সার, হুহুঙ্কার, স্বরে।
ভুজবলে, পদতলে, ফেল কলেবরে ॥
ত্বরা করি, দাঁতে ধরি, কর অরি, নাশ।
নহে বল, কিবা ফল ধরাতল বাস ॥
ধর্ম্ম বেদ কর ছেদ মর্ম্ম ভেদ হবে।
ধরাময় জয় জয় শব্দ হয় তবে ॥
ঘোরতর দৃষ্টি কর খর খর চাও।
ছয় বীর পাপিনীর তনু নীর খাও ॥
তত্বজ্ঞান সমাধান কত ভান জানে।
অহঙ্কারে ত্রিসংসারে নাহি কারে মানে ॥
জীবচয় করে ক্ষয় ধর্ম্ম ভয় দায়।
ইহকাল হতে কাল পরকাল চায় ॥
করি মানা বলি নানা বুঝিয়া না বোঝে।
বর্ত্তমান ত্যজ্যমান ভাবি মান খোঁজে ॥
মম প্রতি ক্রোধমতি দেখি অতিশয়।
তৃণানল কোথা বল সিন্ধু জল দয় ॥

ক্রোধে জ্বলি তাই বলি কিসে হলি হেন
কলেবর থর থর ভয়ে মর কেন॥
সুখভরা দেখি ধরা ভ্রম চরাচরে।
কেন আর থাক ছার ধীরতার ঘরে॥



নিবৃত্তির উক্তি।

পদ্য।

বার বার এইবার ক্রোধ পরিহরি।
শুভযোগে শুন যোগ মনোযোগ করি
এক দিন একাকিনী বসিয়া নির্জ্জনে।
তোমার স্বভাব ভাব ভাবি মনে মনে॥
শঙ্কার সন্তাপে হলো তনু জর জর।
নয়নের নীর তায় ঝোরে ঝর ঝর॥
বিশীর্ণ বদন দেশ বিষাদের তাপে।
কলেবর থর থর নিরন্তর কাঁপে॥
অঙ্গ হীন অঙ্গরাগ পাগলিনী প্রায়।
শ্বাস দেখে ত্রাস পেয়ে পবন পলায়॥
আলু থালু কেশপাশ কবরী বন্ধন।
কখন ধরিয়া ধরা হারাই চেতন॥
হেন কালে জ্ঞান মম কুমার রতন।
সেই পথ দিয়া কোথা করিছে গমন॥

জননীবৎসল বাছা দেখি মম তাপ।
মা মা মা মধুর রবে কোলে দিল ঝাঁপ॥
দুটী হাতে গলে ধরি অধর চুম্বন।
হৃদয়ে হৃদয় রাখি স্নেহ আলিঙ্গন॥
পরম সুবোধ শিশু সুজনের দাস।
পণ্ডিত মণ্ডিত স্থানে নিয়ত নিবাস॥
আভাসে বুঝিয়া মম, রোদনের হেতু।
দুঃখ পারাবারে বাঁধে, প্রবোধের সেতু॥
পরিশেষে পরিতাপ, করিতে অন্তর।
বলিল যে বিবরণ, শুন অতঃপর॥
ত্যজহ তাপিনী ত্বরা, পাপিনীর ত্রাস।
অবিলম্বে হবে মাগো, বিপক্ষ বিনাশ॥
পাঠ করি তক বেদ, খেদ গেছে দূর।
অরাতি নিধন বার্ত্তা, পেলাম প্রচুর॥
সুমতির গর্ব্ভাধারে, মমবীর্য্যবল।
তাহাতে জন্মিবে পুত্র, ভুবন উজ্বল॥
নিয়ত আদর বারি, করিলে সেচন।
সে কুমার নব তরু, অতি সুশোভন॥
ক্রমে যথা কলানিধি, ষোল কলা ধরে।
সেরূপ বাড়িবে সুত, স্বীয় কলেবরে॥
ঈশ্বরের নিরুপম, নৈপুণ্য প্রভাব।
স্বাভাব শিখিবে সুত, দেখিয়া স্বভাব॥

স্বজ্ঞানে বিতর্ক আর, করিয়া বিচার।
পদাঘাতে ধনতৃষ্ণা, করিবে সংহার ॥
ভোগ ত্যজি মহাযোগী, যোগে দিবে মন।
বিবেক আখ্যায় হবে, বিখ্যাত ভুবন ॥
সংসারে না পাবে স্থান, সমাধি সাধনে।
বৈরাগ্য হইয়া সখা, লয়ে যাবে বনে ॥
দারা বিনা ধারা আছে, ধর্ম্ম নাহি হয়।
কুমার বিবেকী দেখি, হইবে সংশয় ॥
দেখে শুনে মনে২, করিয়া বিচার।
শক্তি আর শ্রদ্ধাদির সহিত তাহার ॥
উভয়ে হইয়া দূতী, করিয়া যতন।
উপনিষদ্দেবী সহ, করাবে মিলন ॥
বিবেক ঔরস আর, তার গর্ব্ভাধার।
জন্মিবে অপূর্ব্ব পুত্র, প্রবোধ কুমার ॥
ভূমিষ্ট হইবামাত্র, সুমঙ্গল ভরে।
হাস্যালোক প্রজ্বলিত, হবে ঘরে২ ॥
পূর্ণ কুম্ভ শম দম, সূতিকার দ্বারে।
সত্য আসি ধাত্রীভাবে, পালিবে কুমারে ॥
দয়ায় করিবে দান, মাতি মহোৎসবে।
ভক্তি আর মুক্তি আসি, দাসী হয়ে রবে ॥
নিত্য২ প্রসূতীর করি স্তন পান।
সুত হবে অপরূপ, রূপ গুণবান ॥

সেকথা শুনিলে, তাপের অনিলে,
শরীর হইবে শব ॥
প্রভাত উদয়ে, সদয় হৃদয়ে,
বনের বিহগ কত।
বসি তরুদলে, কলরব ছলে,
জাগায় মানব যত ॥
শুনিলে সে স্বর, জুড়ায় অন্তর,
শ্রবণ সুধার ভরা।
কোকিল কুহরে, শরীর সিহরে,
পুলকে বিহরে ধরা ॥
স্মরি হরি২ শয্যা পরিহরি,
সকলে স্বভাব ধরে।
আনিবারে ধন, ত্যজি নিকেতন,
ভুবন ভ্রমণ করে ॥
শিশুকুল মেলি, গৃহে করে কেলি,
বদনে মধুর ভাষে।
দেখে জননীর, স্নেহের শরীর,
সুখের সাগরে ভাসে ॥
শেষে সুখমনে, বিদ্যাউপার্জ্জনে,
শিক্ষক সমীপে যায়।
জ্ঞানগ্রন্থচয়, শিখে সমুদয়,
প্রচুর পুলক পায় ॥

গৃহী পরিজন, গৃহকাজে মন,
অসুখী না হয় কেহ।
দিনেশ আইলে, প্রাণেশ পাইলে,
আমার প্রফুল্ল দেহ ॥
পেয়ে প্রাণাধিক, সুখে প্রাচী দিক্,
বদনে হাসির ঘটা।
শোভা নাহি ধরে, ধরণী ভিতরে,
রূপের কতই ছটা ॥
প্রভাত পবন, দেখিয়া ভুবন,
আলোকে পুলক কায়।
সুখে নৃত্য করে, ভ্রমে চরাচরে,
প্রমোদে পাগলপ্রায় ॥
তরু সমুদায়, যামিনিতে পায়,
অশেষ যাতনানল।
মানব সকলে, নাহি যায় তলে,
বিহগে না খায় ফল ॥
দেখিয়া তপন, ভাবি প্রিয়জন,
ভাসয়ে নয়নজলে।
মূঢ় জীবগণ, না বুঝি কারণ,
নিহার পতন বলে ॥
যত সরোবর, না হেরিয়া নর,
নিশিতে গুমুরে মরে।

হৃদি ফেটে যায়, তথাপি না পায়,
কাঁদিতে তোমার তরে ॥
আঁখিধারা শেষ, ধরি ধূম বেশ,
তাই সে আকাশে যায়।
দেখি মম হাসি, নাশি তমরাশি,
প্রভাতে পুলক কায় ॥
কমল কলাপে, তোমার প্রতাপে,
চেতন রহিত প্রায়।
বিষাদে শয়ন, মুদিত নয়ন,
বিরস বদন তায় ॥
তব অবসানে, বিকাশ বয়ানে,
প্রমোদ প্রকাশে কত।
সুখদ সলিলে, প্রভাত অনিলে,
সোহাগে শরীর নত ॥
তাহে কিবা শোভা, কত মধুলোভা,
বসি সে মধুর কোষে।
করি গুন২, পেয়ে তার গুন,
ছলেতে প্রসূন তোষে ॥
সে সব হেরিলে, সে ভাব ভাবিলে,
শুনিলে সেরূপ স্বরে।
জুড়ায় নয়ন, চল চল মন,
শ্রবণ সুধার ভরে ॥

যদি কোন কবি, হেরে হেন ছবি,
প্রভাতে সরসবরে।
ভাব সিন্ধুবার, উথলিয়া তার,
হৃদয় প্লাবিত করে॥
তাই বলি শুন, ত্যজ তমোগুণ,
তামসী পাপিনী ঘোর।
আলোকে আঁধারে, উপমা দিবারে,
কেনলো বাসনা তোর॥
আহা মরি২, দিবস শর্ব্বরী,
গোলোকে নরকে যেন।
সে মান হরিবে, সমান করিবে,
সে জ্ঞান মনেতে কেন॥



যামিনীর উক্তি।

পদ্য।

প্রভাতের সুখ যত, সব আছি অবগত,
পোড়া পরিচয়ে কিবা ফল।
বল যদি সবিশেষ, ধরিয়া বিগ্রহ বেশ,
ত্রিভুবন দিবে রসাতল॥
বচনে বেদনা পাবে, আপনি বুঝহ ভাবে,
প্রভাত প্রমাদে যত দুঃখ।

সেই সে অশিব-হেতু, পাপ-পারাবার সেতু,
বিষভরা কলসের মুখ ॥
নিশীথ নিদ্রার ঘোরে, প্রেম আলিঙ্গন ডোরে
বাঁধা থাকে প্রিয়া আর পতি।
হৃদয়ে হৃদয় লয়ে, দুই জনে এক হয়ে,
সুখভোগে যুবক যুবতী ॥
প্রভাত দশন ধরি, শতধা বিভাগ করি,
দ্বিভাগ করহ হেন মিল।
পাপের প্রেয়সী লাজ, সাধিতে সখীর কাজ,
প্রেমের দুয়ারে দেহ খিল ॥
তাহে যদি পাও ক্ষোভ, দেখাইয়া নানালোভ,
যেন শত সুখসিন্ধু তট।
কর্ম্মে যেতে তুমি ডাক, নারী বলে থাক২,
নাগরের উভয় শঙ্কট ॥
কান্তের কেশেতে ধরি, কান্তার প্রাণান্ত করি,
হোরে লও হৃদয়ের ধন।
বিষম বিরহজ্বরে, অন্তরে গুমুরে মরে,
আঁখিনীরে ভাষায় ভুবন ॥
প্রসূতী পরম সুখে, সুতনিধি কোরে বুকে,
মুখে দিয়া স্নেহমাখা স্তন।
সোহাগে শীতল কায়, নিদ্রার আবেশ তায়,
সুখে করে যামিনী যাপন ॥

এমন স্নেহের ডোর, প্রভাত পাতকী ঘোর,
অনায়াসে করে লো ছেদন।
মায়ে করে গৃহকাজ, সুতের মাথায় বাজ,
দেখে তোর না হয় বেদন ॥
দেখা দিলে বিভাবসু, বিহঙ্গ পতঙ্গ পশু,
সবে হয় প্রিয়জন হীন।
জীবে আনি রঙ্গভূমি, সুখে রঙ্গ দেখ তুমি,
বিমানে বসিয়া প্রতিদিন ॥
সরোবরে শতদল, আসে যায় অলিদল,
অপরূপ শোভা তায় বটে।
তাহার নিগূঢ়ভাব, কেবা করে অনুভাব,
শেষে তার যে বিপদ ঘটে ॥
প্রভাত হিল্লোল শীত, পদ্ম করি প্রস্ফুটিত,
দূতী হয়ে অনিলের বেশে।
মধুপের ঘরে গিয়া, মধু লোভ দেখাইয়া,
সুখের মিলন করে শেষে ॥
এদিকে তপন ধনে, গোপনে পাঠায়ে বনে,
পিপাসায় মত্ত কর করী।
ব্যস্ত হয়ে বেগভরে, ছুটে আসে সরোবরে,
বসুমতী কাঁপে থরহরি ॥
অন্ধ হয়ে অলিরাজ, তোমার চাতুরী সাজ,
একবার দেখেনাতো চেয়ে।

অগাধ আসব পায়, সাধপূরে সুখে খায়,
পুলকিত প্রেমসিন্ধু পেয়ে ॥
কাল আসি হেনকালে, করেতে করাল গালে,
বারিসহ পদ্ম ধরি খায়।
কোথায় সে মধুপান, তখনি হারায় প্রাণ,
দুঃখ দেখে বুক ফেটে যায় ॥
সকলি করিতে পার, সেধে এনে বেঁধে মার,
ছলে কলে সবে সার শেষ।
ঘৃণা লজ্জা দয়া ধর্ম্ম, নাহি বোধ কর্ম্মাকর্ম্ম,
ভেবে দেখ বুঝিবে বিশেষ ॥
এদোষ নাশিতে তোর, প্রদোষ হইয়া ঘোর,
প্রথমে প্রবেশি ধরাধাম।
জীবের শিবের তরে, সুমঙ্গল ঘরে২,
ত্রিভুবন করে বিষ্ণুনাম ॥
সে সময়ে সুখ যত, নারী হয়ে কব কত,
প্রমোদে পূরিত ভবপুর।
আমোদের ঘটা দেখে, বিপদ বিপদে ঠেকে,
শোক তাপসহ যায় দূর ॥
কুলায়েতে ক্ষুধাকুল, পাখীর শাবককুল,
শাখী সব ঝোরে যার দুঃখে।
সন্ধ্যাকালে চঞ্চুপুটে, বহু দ্রব্য আনি খুটে,
পিতা মাতা সুখে দেয় মুখে ॥

তখন সে ঝটীনাড়া, পুলকেতে পাখা ঝাড়া
টুটীখাড়া আর কলরব।
শোনে যদি গিরিবর, প্রমোদিত কলেবর,
দূরে থাকু সচেতঃ মানব ॥
দিবসেতে প্রিয় পতি, দূরে করে নিবসতি,
ম্রিয়মতী সতী তার ঘরে।
নিশা হলে অভিমুখী, দিশা হারা বিধুমুখী,
অঙ্গে আর আনন্দ না ধরে ॥
প্রানেশ আসিবে ঘরে, আকাশ পাইবে করে,
আশাসুখে ভাসায় শরীর।
প্রেমমদে গদ্গদ, চোলে যেতে টলে পদ,
সে আদর সোহাগের নীর ॥
স্বর্ণে মোড়া শ্বেত শাটী, বেশ ভূষা পরিপাটী
ঘরে২ বেণী বাঁধা ধুম।
সজ্জা করি শয্যা পাতে, বিস্তর বিস্তারে তাতে
বিকশিত কোমল কুসুম ॥
সুখসাধে সেইক্ষণ, যে করে তাহার মন,
বুকে যদি ঢুকে দেখে কেউ।
—তথাপি পলক ক্রম, পণ্ড করে পরিশ্রম,
গুণে মরে ভাব সিন্ধু ঢেউ ॥
এখানে প্রবাসীকুল, হেরে নিশা সানুকূল,
ব্যাকুল যাইতে নিকেতনে ॥

দারা সুত পরিবার, সুখময় পারাবার,
ঘর দ্বার সব পড়ে মনে॥
কোথা কর্ম্ম-উপরোধ, সব হয় তুচ্ছ বোধ,
প্রবোধ না মানে একতিল।
স্বর্গাদপি জন্মস্থানে, অনুরাগে তনু টানে,
লয়ে যায় মানস অনিল॥
গৃহে চলে গৃহপতি, পথে চলং মতি,
ভাবভরে ভেঙ্গে যায় বুক।
সহচর সহসুখে, হাসা পরিহাস মুখে,
ক্রমে বাড়ে কথার কৌতুক॥
গতি অতি দ্রুত বটে, ভরে বায়ু পাছুহটে,
তবু ছোটে নাহি মেটে সাধ।
পক্ষবিনা পক্ষাঘাত, বিধাতার পক্ষপাত,
বলি সবে করে মহানাদ॥
নিবাসে আসিয়া পরে, প্রবেশ করিলে ঘরে,
আসে পাশে ঘেরে শিশুকুল।
কেহ চরণেতে পড়ে, কেহবা মাথায় চড়ে,
স্নেহনীরে নাহি পায় কূল॥
অশনের দ্রব্য লুটি, শশবাস্তে ছুটোছুটি,
ছুটিহাতে যদি কেহ পেলে।
অন্যে বলে আমি কই, তবেসে আমার কই,
আমি বুঝি নই তোর ছেলে॥

তাহারে হৃদয়ে ধরি, যখন যতন করি,
বদনে অদন দেয় তুলে।
হাসিমাখা দেখে মুখ, নিরুপম তার সুখ,
শোক তাপ সব যায় ভুলে॥
হেনকালে মনোরমা, যদি প্রাণ প্রিয়তমা,
এক বার খোলে শশিমুখ॥
তুলনা কি দিব তার, অন্যেরে বুঝান ভার,
আছে যার সেই জানে সুখ॥
শেষে পেয়ে মনঃপূত, কোলে করি দারাসুত,
সুখে যাপে সুখের শর্ব্বরী।
তাইবলি প্রাণপ্রিয়সি, পরিহর ভ্রম অসি,
যামিনীই সর্ব্ব সুখকরী।

দিবার উক্তি।

পদ্য।

বুঝিয়াছি বেস২, পরিহর রাগ দ্বেষ,
বদনে বচন শেষ, ধরিয়াছ যেন লো।
সহজে অবলানারী, কথায় আঁটিতে নারি,
দারুণ উত্তাপ বারি, দেহে দেহ কেন লো॥
দিবসে না সুখভোগ, সুখ দেয় নিশিযোগ,
বিষম এবহি রোগ, কিসে তব যায় লো।

মনে করি ধৈর্য্য ধরি, ক্রোধানলে পুড়ে মরি,
ক্ষমা কর ক্ষমঙ্করী, ধরি ছুটী পায় লো॥
দেখ বেলা দ্বিপ্রহরে, জগতে না সুখ ধরে,
শোভাময় চরাচরে,উজ্জ্বল বরণ লো।
আমার সেরূপ দেখে, ধরা অপমানে ঠেকে,
শরীরে সন্তাপ মেখে, ব্যাকুল জীবন লো॥
জ্বর২ কলেবরে, ঈর্ষানলে ফেটে মরে,
বালুকার বেশ ধরে, পরমাণু সব লো।
জ্বোলে পুড়ে হয় খার, স্পর্শ করে সাধ্য কার,
তাপে তনু ক্রোধাগার, হয় অনুভব লো॥
বিভাপতি সমুদয়, ধরাতল জীবচয়,
দেখিবারে সমুদয়, করিয়া মনন লো।
প্রজ্বল উজ্বল বেশে, গগণের মধ্যদেশে,
আরোহণ করি শেষে, শাসে ত্রিভুবন লো॥
প্রতাপ কি কব তার, ছায়া কায়া বৃক্ষাধার,
দেখে শুনে শীর্ণাকার, তিমিরারি দায় লো।
ত্রাণহেতু প্রাণ নিয়া, প্রসূতীর কাছে গিয়া,
তরু অঙ্গে অঙ্গ দিয়া, ভয়েতে মিশায় লো॥
প্রখর কিরণ শরে, বিদ্ধ হয়ে কলেবরে,
বায়ু শ্বন২ স্বরে, করে পলায়ন লো।
সঘনে অনল বৃষ্টি, দরশনে যায় দৃষ্টি,
যেন জনহীন সৃষ্টি, হয় সেইক্ষণ লো॥

বিহঙ্গে পাইয়া ত্রাস, কোটরেতে করে বাস,
সরসে সারস হাঁস, কেলি নাহি করে লো।
দারুণ আতঙ্ক মনে, মাতঙ্গ নিবীড় বনে,
নীরব পতঙ্গগণে, থাকি নিজ ঘরে লো॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা সহচরী, দুই জনে যোগ করি,
মানব দানব ধরি, নিবাসে পাঠায় লো।
প্রেমে মত্ত হৃদয়েশ, বাহুবলে দিক্ দেশ,
বিজন করয়ে শেষ, সরম শঙ্কায় লো॥
তখন বিরল পেয়ে, আমার হৃদয়ে ধেয়ে,
চারিদিক দেখে চেয়ে, উঠিয়া প্রাণেশ লো।
প্রণয় প্রমোদভরে, বিনোদে বিহার করে,
শরীরে না সুখ ধরে, কি কব বিশেষ লো॥
এখানেতে প্রাণীগণ, গিয়া নিজ নিকেতন,
পুলকে ভাসায় মন, কত সুখ তায় লো।
শীতল সলিলে স্নান, শুভ্র বাস পরিধান,
যাতনার অবসান, হৃদয় জুড়ায় লো॥
তপঃ জপে বিধিবরে, বিধিমতে পূজা করে,
মহোৎসব ঘরে২, আনন্দ অপার লো।
কলরবে গৃহভরা, টলমল করে ধরা,
নাচে উঠে জরা মরা, দেখিয়া আহার লো॥
তাহা নহে পরিমেয়, আহা কিবা উপাদেয়,
চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয়, সুখের সে শেষ লো।

কিবা করে পানাশনে, তৃপ্তিলাভ দরশনে,
ভেবে দেখ মনে২, বুঝিবে বিশেষ লো॥
বৈকালেতে বিধিমত, নিজালয়ে লোক যত,
আমোদ প্রমোদে রত, কত সুখে ভাসে লো।
গাণ বাদ্য পরিহাস, দ্যূতক্রীড়া রসোল্লাস,
প্রীতিপূর্ণ ইতিহাস, যত সুখে ভাবে লো॥
তুমি আসি হেনকালে, ঘেরি ঘোর ঘন জালে,
গ্রাস কর নিজ গালে, সুখ সমুদায় লো।
তুলনা কি তার দিব, দুস্তার দেখিয়া জীব,
রাখিতে আপন শিব, আবাসে পলায় লো॥



যামিনীর উক্তি।

পদ্য॥

ঊষাকালে রক্ষা নাই, তুষার সময়।
যৌবন জ্বলন্তানলে, না জানি কি হয়॥
যেসব কাহিনী ধনি, দিলে পরিচয়।
দুঃখেরি সোপান সেতো, সুখেরতো নয়॥
সহস্র শীতল সিন্ধু, নীর নাহি ধরে।
আতঙ্গে শুখায় অঙ্গ, দ্বিতীয় প্রহরে॥
প্রবলা পিপাসা তায়, দেখিতে কৌতুক॥
একেবারে বিদ্ধ করে, পথিকের বুক॥

কিরণে উত্তপ্ত পথ, চরণ না চলে।
পলায় জীবন বায়ু, প্রশ্বাসের ছলে॥
দুঃখ দেখে দুনয়ন, দয়ার শরীর।
শীতল করিতে পথে, দেয় নিজ নীর॥
তোমার উত্তাপভয়ে, পরাজিত তায়।
তরুর উদ্দেশে শেষে, চারি দিকে চায়॥
তথাপি তো ক্ষান্ত নহ, শত প্রাণ লয়ে।
বিনাশ অসংখ্য মৃগ, মরীচিকা হয়ে॥
কোমল কুসুমদল, নবনীত কায়।
তব ধব করে সব, শরীর শুখায়॥
দয়ার দর্পণে তবু, নাহি দেখ মুখ।
কুমুদিনীদলে দেহ, বিজাতীয় দুঃখ॥
তাপে জীব দগ্ধ কায়, ছট ফট করে।
পাপনেত্রে তবু তোর, বিন্দু নাহি ঝরে॥
নির্ম্মল নিশীথ মম, তরুণ সময়।
কৃপা করি কান্ত যবে, হন পূর্ণোদয়॥
তখন গোপন থাক, সভয় অন্তরে।
নহে দেখাতাম ধরা, কত শোভা ধরে॥
সুখের সুহৃদ নিদ্রা, সুখ বিতরণে।
প্রবেশে দেহীর দেহ, সুখোদিত মনে॥
আলিঙ্গন পাশে বাঁধি, মানব নিকরে।
ব্যথা পায় পাছে সদা, সেই ভয়ে মরে॥

কোমল করিতে তাই, কঠিন শঙ্কায়।
এমনি করেছে দেহ, দেখা নাহি যায়॥
তব তাপে দগ্ধ ধরা, করিতে শীতল।
অঞ্চলে বাঁধিয়া আনি, নিহারের জল॥
পতনে ভাঙ্গিবে নিদ্রা, মনে করি ভয়।
এমন কৌশলে ফেলি, শব্দ নাহি হয়॥
দেখে শুনে সদাগতি, মৃদু গতি ধরে:
শান্তি রাখিবারে যেন, ভ্রমে চরাচরে॥
স্নিগ্ধ হয় লতা পাতা, শরীর সরস।
স্পন্দহীন দ্রুম যেন, ঘুম পরবশ॥
এক২ বার শুধু, ঝিল্লি রব করে।
ধরা যেন গীত গায় সুমধুর স্বরে॥
আকাশ আসনে সুখে, বসি সুধাকর।
সঘনে অমৃত ক্ষরে, সুশীতল কর॥
অধরে না ধরে হাসি, প্রেম ফাঁসি প্রায়।
প্রেমাধীনী আমি যেন, পাগলিনী তায়॥
নির্জনে পাইয়া নাথ, নব নটবর।
সুখ সাধে প্রেমরসে, জুড়াই অন্তর॥
সেরস দর্শন আশে, থাকিতে না পারে।
সারা হয় তারাগণ, উকি ঝুকি মেরে॥
লাজে বাধে পতিভোগ, রাতি ত্যজে প্রাণ।
ঈষদ নীরদ বাসে, ঢাকিলে বয়ান॥

তখন কি মানে হাঁসি, লজ্জা উপরোধ।
তড়িৎ করিয়া ভান, বুঝাই অবোধ ॥
সঙ্কোচিত দেখি সখা, কলানিধি শেষ।
বপুর বরণে ঢাকে, তারকার দেশ ॥
দূরে থাক দরশন, পুরে থাকা দায়।
রূপের মাধুরী দেখি, লাজেতে লুকায় ॥
দিশা নামে দশ সখী, দেখিয়া কৌতুক।
কৌমুদীর ছলে ঢাকে, হাসিমাখা মুখ ॥
যত দেখি ঘনবিন্দু, ইন্দুমতী কায়।
ভেঙ্গে দিলে ভাবগৃহ, খেদ নাহি যায় ॥
শোভা দেখি নীলমণি, যেন সকাতরে।
উজ্বল করিছে তনু, সোণার সাগরে ॥
পতিত নিহার বিন্দু, নব দূর্ব্বাদলে।
সে ভাব ভাবিলে ভাবে, হৃদয় উথলে ॥
নয়নে সম্ভোগ যেন, দেখি দম্পতীর।
রোমাঞ্চিত হয়ে ধরা, সিহরে শরীর ॥
স্থানে২ পড়ি তাহে, কত তরুছায়া।
ধরা যেন শীতদায়, বাসে ঢাকে কায়া ॥
ঝিঁঝিঁরে মৃদু২, অনিল হিল্লোলে।
নব দ্রুমদল যত, রোয়ে২ দোলে ॥
তাহে জ্ঞান হয় যেন, কর সঞ্চালনে।
দূরের মানবে ডাকে, শোভা দরশনে ॥

হেনকালে যদি কোন, পাখী ডাকে ছলে
চারি দিক্‌হতে যেন, যাই২ বলে ॥
সুখময় স্রোতে তনু ভাসে সে সময়।
কথায় কি দিব তার, সার পরিচয় ॥
এমন সাধের সুখে, সাধিবারে বাদ।
পাঠাও বিহঙ্গ এক, পাড়িতে প্রমাদ ॥
তোমারি তো চর সেই, নামেতে চকোর
নহে কেন সুধা চুরি, করে সুধাচোর ॥
বিপক্ষের পক্ষী তবু, নাহি অনাদর।
দুইজনে সুধা দিই, পূরিয়া উদর ॥
দান দেখি কুমুদিনী, মানিয়া বিপাক।
আকাশ চাহিয়া থাকে, হইয়া অবাক ॥
ঈর্ষার অনলে শেষে, পাইবারে পার।
একেবারে খুলে দেয়, মধুর ভাণ্ডার ॥
সাধ পূরে মধুকর, মধুকর বঁধু।
গুণ২ গান আর, পান করে মধু ॥
এমন নিশীথ কালে, যদি কোন জন।
উচ্চতর গিরিচূড়া, করে আরোহণ ॥
ঈষৎ অপাঙ্গে সৃষ্টি, যদি দৃষ্টি করে।
ভাবের ভাণ্ডারে তার, ভাব নাহি ধরে ॥
অতএব দেখ দেখি, জ্ঞাননেত্রে চেয়ে।
যামিনী সুখদা কি না দিবসের চেয়ে ॥

অনলে পূরিত বপু দেখহ দিনেশ।
তবু তার সঙ্গ ছাড়া, না হও নিমেষ॥
কোন সুখে চাহ প্রেম, কিসে দেহ মন।
কণ্টকে কুসুম জ্ঞান, সে ভাব কেমন।
পিপাসার তাপে যদি ফেটে যায় প্রাণ।
তবু কভু করিনেকো, কষা বারি পান॥

দিবার উক্তি।

পদ্য।

অনুচিত কথা শুনে, পুড়ে মরি মনাগুণে,
ধিক২ একি হলো পাপ।
মনঃদুঃখে মর্ম্মদয়, সতীর এধর্ম্ম নয়,
পতি তাপে করা পরিতাপ॥
প্রাণ মনঃ দিয়া নিয়া, হিয়ায় বাঁধিয়া হিয়া।
যদি হয় সুজনের মিল।
কিকরে সন্তাপ কায়, প্রেমের হিল্লোল বায়,
সেই তার শীতল সলিল॥
দম্পতীর বেশ ধরি, দুই তনু যোগ করি,
যদি থাকে কণ্টকের বনে।
প্রণয়ীর মুখ চেয়ে, প্রণয়ের মদ খেয়ে,
কোমল কুসুম ভাবে মনে॥

বট্টা আর অট্টালিকা, ফুলশয্যা শেফালিকা,
মল্লিকা মালতী আদি যত।
পরিহরে সব সুখ, কেবল পতির মুখ,
বুকপূরে নিরখে নিয়তঃ ॥
প্রেমিকের উপরোধ, কুটীরে প্রাসাদ বোধ,
মরুভূমি তরুময় বন।
অরণ্য আবাসে রত, কি কব আনন্দ যত,
যদি পায়ে দুজনে বিজন ॥
আমি সতী সোহাগিনী, তপনের প্রেমাধীনী,
সেই তত্ত্বে মত্ত অনিবার।
তন্নু তাপ নাহি মানি, ভাল বাসে তাই জানি,
সঙ্গে২ সদা থাকি তার ॥
রূপ গুণ জাতি কুল, তিনি সকলের মূল,
বাঁধা আছি উপকার ধারে।
দুই তনু এক প্রাণ, আখ্যায় প্রভেদ ভান,
ব্যাখ্যায় বর্ণিতে কেবা পারে ॥
পরিহরি পরিতোষ, হৃদয়ে পূরেছ রোষ,
নিজ দোষ দেখনা তো চেয়ে।
মত্ত হয়ে আত্মগুণে, সারতত্ত্ব নাহি শুনে,
নেচে উঠ পরদোষ গেয়ে ॥
বুঝ দেখি অনুভাবে, কোন সুখে কোন ভাবে,
শশধরে সঁপিয়াছ মন।

বিবেচনা পদে দলি, সুধা গন্ধে অন্ধ হলি,
সেধে নিলি প্রেমের বন্ধন ॥
কেমন স্বভাব তার, না ভাবিয়া এক বার,
রূপ দেখি হইলে মোহিত।
যৌবন অমূল্যধন, যেচে কর বিতরণ,
নারীর এ না হয় উচিত ॥
কলানিধি সুচতুর, নিদয় নিষ্ঠুর ক্রূর,
সদা হানে বিষম বিয়োগ।
তোর তত্ত্ব নাহি রাখে, তোর কাছে নাহি থাকে,
নিত্য তার নূতন সম্ভোগ ॥
কখন দণ্ডেক রয়, কভু দণ্ড চারি ছয়,
কোন দিন নাহি আসে মূলে।
বুঝে থাক অভিপ্রায়, বল দেখি কোথা যায়,
তোমারে লো, ভাসায়ে অকূলে ॥
দারুণ নিশীথ ঘোরে, একাকিনী রেখে তোরে,
কোথা যায় নাহি অন্বেষণ ॥
পুনঃ যবে দেখা পাও, মুখ দেখে ভুলে যাও,
ত্বরা দেহ হৃদয়ে আসন ॥
ছিছি লো কুলের অরি, বাঁচিনে ঘৃণায় মরি,
মনে আর ধরে না লো খেদ।
দুঃখানলে তনু দয়, সে প্রেম তো প্রেম নয়.
যাতে হয় তিলাধ বিচ্ছেদ ॥

এমন নির্লজ্জ ছার, জগতে না দেখি আর,
পোড়ামুখে তবু হাসি কত।
লম্পটের প্রিয়া নারী, এ দুঃখ সহিতে নারি,
দেখে শুনে বুদ্ধি হয় হত॥
বসন্তের বেশ ধরি, কোকিলে কোদণ্ড করি,
পোড়া তনু যদি তনু দয়।
তথাপি লম্পট সঙ্গে, হাস্য পরিহাস রঙ্গে,
অনঙ্গ প্রসঙ্গ নাহি হয়॥
নাথের বিরহ বাণে, বিরহিণী মরে প্রাণে,
স্মর-শরে জ্বর২ কায়।
বিষাদে বিদরে বুক, মলিন নলিন মুখ,
দুঃখে সদা বিলীনশ্বরায়॥
এঘোর বিপদকালে, দ্বিগুণ আগুণ জ্বালে,
তব পতি অতি নিরদয়।
ধরি বিকশিত রূপ, ভাসায় রসের কূপ,
বিয়োগীর ব্যাকুল হৃদয়॥
দুঃখানলে তনু দহে, সবে মিলে কটু কহে,
শেষে শশী ব্যাকুল লজ্জায়।
তখনি সে ভাব ছাড়ে, শরদে নীরদ আড়ে,
বার২ লুকাইতে যায়॥
ফুটাইয়া ফুলদল, বিনাশি মধুপদল,
বল কর ভাল ছল পেয়ে।

স্মরণ মুকুর আনি, প্রকৃতির মুখ খানি,
আপনার দেখ দেখি চেয়ে ॥
অমা মসী নিশা ঘোরে, দারুণ নিদ্রার জোরে,
ঘরে পূরে বেঁধে রাখ জীব।
ধরি কালো কালবেশ, দস্যুগণে ডাক শেষ,
মানবের ঘটাতে অশিব ॥
মুগ্ধ হয়ে তব পাশে, সম্মুখ সুখেতে ভাসে,
নিদ্রা যায় হয়ে অচেতন।
হেনকালে কাল আসি, হোরে লয় ধনরাশি,
আর লক্ষ জীবের জীবন ॥
সভয়ে আতঙ্কে মরে, দুঃখে আর্ত্তনাদ করে,
ঘরেং রোদনের স্বর।
দেখে শুনে তবু শেষ, না হয় দয়ার লেশ,
হায় কিবা কঠিন অন্তর ॥
তারা এক এসময়ে, সুখের সম্বাদ লয়ে,
প্রকাশে প্রভাত আগমন।
লোকে দেখে সুখহারা, নাম রাখে সুখতারা,
সুখনীরে ভাসায় ভুবন ॥
তাহে হয়ে অপমান, দেহ কর অবসান,
কেহ তায় নাহি পায় ক্লেশ।
শেষে কলরব শুনে; পুড়ে মর মনাগুণে,
একেবারে ছেড়ে যাও দেশ ॥

না বুঝি নিগূঢ় তত্ত্ব, কটু কহ হয়ে মত্ত,
ইহা নহে বিহিত বিধান॥



যে সময়ে শশধরে, সারানিশি সুধাক্ষরে,
বিকশিত আকাশমণ্ডল।
আনন্দে আমার অঙ্গে, প্রমোদ তরঙ্গ সঙ্গে,
প্রেমসিন্ধু করে টলমল॥
কর পদ কেশ পাশ, পরিয়া উল্লাস বাস,
পুলকিত সকল শরীর।
সঘনে হাসির দায়, হৃদি যেন ফেটে যায়,
প্রেমদায় প্রমদা অধীর॥
প্রমাদ দেখিয়া পতি, শশাঙ্ক শঙ্কিত অতি,
প্রমোদ করিতে তাই ক্ষীণ।
শেষে কলাহীন হয়ে, দেখা দেন রয়েং,
পূর্ণোদয় নয় প্রতিদিন॥
প্রেমরসে সুপ্রবীণ, প্রেমিকার পরাধীন,
কলানিধি ধার্ম্মিক প্রধান।
না বুঝি নিগূঢ় তত্ত্ব, কটু কহ হয়ে মত্ত,
ইহা নহে বিহিত বিধান॥

শশাঙ্ক স্মরিলে হরি, বঞ্চনার বেশ ধরি,
কর্ম্মছলে ধর্ম্ম কর নাশ।

বুকে রাখি বিষধরে, মুখে সদা সুধাক্ষরে,
স্নিগ্ধকায় অন্তরে অনল।
তাই বলি কালামুখি, নিশিতে না কেহ সুখী,
কেন কর কথার কৌশল॥

যামিনীর উক্তি।

পদ্য।

কর সব পরিহার, ও কথা তুলনা আর,
প্রাণ যায় সরম শঙ্কটে।
বিধিরে বিনতি মম, তোমার পতির সম,
পতি যেন কারো নাহি ঘটে॥
সরোজিনী সরোবরে, প্রেমে বাঁধি প্রভাকরে,
করে২ রঙ্গ করে কত।
কুটিল কটাক্ষ শরে, মানস মোহিত করে,
তাহে ভব ধব অবনত॥
সে সব স্বচক্ষে দেখে, কেমনে জীবন রেখে,
লোকালয়ে দেখাও ও মুখ।
তোমার হৃদয়ে বোসে, পরে যেবা পরিতোষে,
তার প্রেমে বল কিবা সুখ॥
সে কথাটি ঢাকা দিয়ে, পরদোষ খুঁজে নিয়ে,
তিল পেয়ে তালের প্রমাণ।

যামিনীতে জীবচয়, সুখে যেন শ্রান্তিময়,
শান্তিঘরে করে অধিবাস ॥
তাহে তনু পূরে রোষে, আপন স্বভাবদোষে,
বিশ্রাম হরিতে অবশেষ।
দস্যুগণ গৃহে গিয়া, বিধিমতে বিনাইয়া,
লোক লয়ে করাও প্রবেশ ॥
নাহি মানে ধর্ম্মভয়, জীবের সর্ব্বস্ব লয়,
পরিশেষে প্রাণে নাশ করে।
কেন কহ প্রতিকূল, তুমি তো তাহার মূল,
ভেবে দেখ বুঝিবে অন্তরে ॥
সার অর্থ পরিহরি, কথায় কুটার্থ করি,
মিথ্যায় সত্যের কেন ভান।
না বুঝি নিগূঢ় তত্ত্ব, কটু কহ হয়ে মত্ত,
ইহা নহে বিহিত বিধান ॥

বিরহিণী কুলবালা, ফুলবাণে পায় জ্বালা,
দেখে শশী দয়ার সাগর।
প্রবাসি পুরুষগণে, আনিবারে নিকেতনে,
মনে২ ভাবিয়া কাতর ॥
সুযুক্তির সঙ্গ লয়ে, শরদে সদয় হয়ে,
নিজরূপে করি শরাসন।

বিষম বিলাস তীরে, বিদ্ধ করে প্রবাসিরে,
দম্পতীর করাতে মিলন ॥
বিয়োগ বিপক্ষ বাণ, পুমানে নারীর ভান,
তাই বধে বিরহিণীকুল।
বিধাতার কোপানলে, হিতে বিপরীত ফলে,
দেখে শশী চিন্তায় ব্যাকুল ॥
তাই শশী কৃপাময়, ঘন আনি অসময়,
ঢাকা দেন বপুরাসে বাণ।
না বুঝি নিগূঢ় তত্ত্ব, কটু কহ হয়ে মত্ত,
ইহা নহে বিহিত বিধান ॥
আমার সুযশ শুনে, দগ্ধ হয়ে ঈর্ষাগুণে,
পাইবারে প্রচুর প্রমাণ।
আপনি আসিতে নারি, পাঠাও সেকর্ম্মচারী
তারা বেশে জানিতে সন্ধান ॥
মানসে মন্ত্রণা করি, মায়ায় সে দূত ধরি,
শশধর-সহচর-বেশ।
যামিনী যৌবন ভয়ে, না আসিয়া সে সময়ে,
জীর্ণকালে দেখা দেয় শেষ ॥
জিজ্ঞাসিলে পরিচয়, আভাষে কাঁদিয়া কয়,
কলেবর থর২ কাঁপে।
এসেছি নিশার পাশে, শীতল সুখের আশে
সারা দিন পুড়ে রবিতাপে ॥

সুখ আশে আসে তারা, তাই সেই সুখহারা
"সুখতারা" পায় অভিধান।
না বুঝি নিগূঢ় তত্ত্ব, কটু কহ হয়ে মত্ত।
ইহা নহে বিহিত বিধান॥

গদ্য।

এইরূপে পতিগুবরের মানস-ক্ষেত্রে দিবা যামিনীর বিষম বাগ্বিতণ্ডা হইতেছিল, এমত সময়ে যামিনীর বচনবাণ বিধুর হইয়াই হউক, অথবা স্বাভাবিক নিয়মিত কালপযুক্ত বিগত পরমায়ু হইয়াই হউক, দিবাপতি ভবলীলা সম্বরণ করিলেন। তাহাতে তদীয় মানসমোহিনী দিবাও যামিনীভয়ে স্বপতির সহগামিনী হইল। সুতরাং কবিবরের হৃদয়স্থিত দিবাজাত ভাবরূপ কুমারকলাপ পিতা মাতার প্রজ্বলিত শোকানলে প্রাণ পরিত্যাগ করিল। তাহাতে স্বীয় সাংকল্পিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে না পারিয়া সময়ের স্বল্পায়ু নির্দ্ধরণহেতু বিধাতাকে নিতান্ত নির্দয় বলিয়া মনে২ বিস্তর বিলাপ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর নিশানাথ নিজ নায়িকার প্রফুল্লানন দর্শনে পুলকিত হইয়া যখন আনন্দোৎসবের পারি-

তোষিক স্বরূপ জগতের চতুর্দ্দিকে সুধা বর্ষণ করিতে লাগিলেন, তখন পণ্ডিতবর তটিনী কূলহইতে গাত্রোত্থান করিয়া পূর্ব্বোল্লেখিত ভাবসমূহের প্রতি অনুভব করিতে২ নিজালয়ে উত্তীর্ণ হইলেন ইতি তৃতীয়াঙ্ক সমাপ্ত ॥

এইরূপে পরম প্রবীণ পুরুষ নানাবিধ বাগ্বিন্যাসছলে বোধবিলাস দ্বারা নিজ প্রিয়তমা প্রকৃতির প্রমোদোৎপাদন করিলেন তাহাতে প্রকৃতিও অন্যমনা হইয়া পূর্ব্বোল্লেখিত শঙ্কারূপ পতঙ্গপুঞ্জ বিস্মরণানলে ভস্মীভূত করত পুরুষ সহ পরমানন্দে সেই সুখদ সরোবর-সলিলে সময় যাপন করিতে লাগিলেন ইতি ॥

সমাপ্ত।
